RNI No. 71057/96

জুবিন গর্গের মূর্তি বসানোর উদ্যোগ কোচবিহারে

পৃষ্ঠা-৩

Bengali fortnightly newspaper

# পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

বর্ষ: ২৯, সংখ্যা: ২০, কোচবিহার, শুক্রবার, ৩ অক্টোবর- ১৬ অক্টোবর, ২০২৫, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১২

Vol: 29, Issue: 20, Cooch Behar, Friday, 3 October - 16 October, 2025, Pages: 12, **Rs. 3**

# পুজোর ছুটিতে ভোজনরসিক বাঙালির স্বর্গরাজ্য পাহাড়-ডুয়ার্স

নিজস্ব প্রতিবেদন

**জলপাইগুড়ি:** খাদ্যরসিক বাঙালির ভুরিভোজে চাই রকমারি সম্ভার, বিশেষ করে দুর্গাপুজোর সময়। ষষ্ঠী থেকে দশমী—প্যান্ডেল হপিংয়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলে বিরিয়ানি, কোরমা, চাট, ফুচকা থেকে পটলের দোর্মা পর্যন্ত একের পর এক পদ। কিন্তু যদি পুজোর ভ্রমণ গন্তব্য হয় উত্তরবঙ্গের পাহাড় বা ডুয়ার্স, তবে কি সেই রসনাতৃপ্তি মাটি হয়? মোটেই নয়। বরং, পুজোর আমেজের সঙ্গে এক নতুন স্বাদের সন্ধান পান পর্যটকরা।

বর্ষার শেষে জঙ্গল যখন আবার খুলেছে, ঠিক তখনই দুর্গা পুজো এসে হাজির। আর এই সময়ে ডুয়ার্সের জঙ্গলঘেরা অঞ্চলগুলোতে বেড়েছে পর্যটকের ভিড়। লাটাগুড়ির বিচাডাঙা বনবস্তিতে বন দপ্তরের সহায়তায় দুর্গাপুজোর আয়োজন হয়। মহাষ্টমীতে অঞ্জলি, প্রতিদিন ভোগ—সবই থাকে। আর সেখানকার বিশেষত্ব? খিচুড়ি পরিবেশিত হয় গুচিয়া পাতায়, যা দেখতে অনেকটা কচি কলাপাতার মতো। পাতার সুগন্ধ মিশে গিয়ে তৈরি করে অনন্য অরণ্য-স্বাদের অভিজ্ঞতা।

চিলাপাতা ও জলদাপাড়ার হোমস্টেগুলিতে পর্যটকদের জন্য বিশেষ ভোজের আয়োজন থাকছে। দেশি নদীয়ালি মাছ যেমন বোরলি, চেপ্টি, ঘাকসি দিয়ে তৈরি পদ, সঙ্গে লাউয়ের ডগা, কলমি, কুমড়োর ডগা দিয়ে ডোল্লে লঙ্কা দেওয়া ঝাল ঝাল চচ্চরি। কাতলা মাছ বা দেশি মুরগির ঝোলও মিলছে সেখানে।

মাদারিহাটের লজগুলিতে তোর্সা, হলং, মুজনাই নদীর ধরা মাছ যেমন এলং, বোরলি, চেপ্টির বাহারি পদ রাখা হয়েছে মেনুতে। পর্যটকদের জন্য বিশেষ আকর্ষণ, হলং নদীতে এলং মাছ ধরার সরাসরি অভিজ্ঞতা।

রাজাভাতখাওয়ার হোমস্টেগুলিতে ঝিলা মাছের নানারকম পদ, সঙ্গে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্প সংলগ্ন রেলের কোচ রেস্তরাঁয় কন্টিনেন্টাল খাবারের আয়োজন। সান্তলাবাড়ি, জয়ন্তী ও বক্সা ফোর্টের হোমস্টেগুলিতে আবার মিলছে স্থানীয় নেপালি ও ডুকপা সম্প্রদায়ের খাবার।

ইস্টার্ন ডুয়ার্স ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক বিশ্বজিৎ সাহা জানান, "এবছর পুজোয় ডুয়ার্সে পর্যটকের সংখ্যা রেকর্ড ছুঁতে চলেছে। স্থানীয় খাবারের স্বাদই ডুয়ার্সের পর্যটনে আলাদা মাত্রা যোগ করছে।"

শারদ উৎসব মানেই ভ্রমণ আর খাওয়া—এই দুইয়ের মেলবন্ধনে যদি থাকে পাহাড়ের হাওয়া আর জঙ্গলের গন্ধমাখা রান্না, তবে আর কী চাই! এবারের পুজোয় তাই ডুয়ার্স ও পাহাড় হয়ে উঠেছে বাঙালির রসনাবিলাসের নতুন ঠিকানা।

# শারদোৎসবে নারীশক্তিকে সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিবেদন

**আলিপুরদুয়ার:** দুর্গাপুজোর আনন্দের মাঝে নারীশক্তিকে সম্মান জানাতে এক ব্যতিক্রমী উদ্যোগ নিলেন আলিপুরদুয়ারের সায়ন্তী দাস ও ঋতুপর্ণা চৌধুরী। নেতাজী রোড দুর্গাবাড়িতে আয়োজিত হয় এক বিশেষ সংবর্ধনা অনুষ্ঠান, যেখানে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখা কর্মজীবী নারীদের সম্মান জানানো হয়।

সম্বর্ধিতদের তালিকায় ছিলেন শিক্ষিকা, চিকিৎসক, পুলিশকর্মী, নৃত্যশিল্পী, কবি, সংগীতশিল্পী, পরিচারিকা এবং বৃহন্নলা সমাজের প্রতিনিধি। অনুষ্ঠানে ছিল নাচ, গান ও আবৃত্তিসহ নানা সাংস্কৃতিক পরিবেশনা।

আয়োজকদের মতে, "প্রতিটি কর্মজীবী নারীই এক একজন দুর্গা। পুজোর আসল বার্তা সমাজে তাঁদের অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়া।"

# ৩৬১ বছরে ভট্টাচার্য বাড়ির দুর্গাপূজা

নিজস্ব প্রতিবেদন

**কোচবিহার:** কোচবিহারের ধর্মতলার ভট্টাচার্য বাড়ির দুর্গাপুজো এইবছর পা দিল ৩৬১ বছরে। একসময়ের বাংলাদেশে, রংপুর জেলার টাংপুর থেকে শুরু হওয়া এই জমিদার বাড়ির পুজো আজও ধরে রেখেছে তার আদি ঐতিহ্য ও আধ্যাত্মিকতা।

এই পুজোর বিশেষ আকর্ষণ তন্ত্র ধারক প্রথা - যেখানে পূজার শুরু হয় প্রাচীন তালপাতার পুঁথি থেকে মন্ত্র পাঠ দিয়ে। এরপর পুরোহিত সেই মন্ত্র অনুসরণ করে আরাধনা করেন। প্রতিপদ থেকে শুরু হয়ে দশ দিনব্যাপী চলা এই পূজায় দেবীকে নিবেদন করা হয় বোয়াল, ইলিশ, পুঁটি ও শোল মাছের বিশেষ নৈবেদ্য। পালিত হয় ঐতিহ্যবাহী ৫১ বর্তি পুজোও।

পরিবারের ১৭তম প্রজন্মের সদস্যরা আজও নিজের হাতে সমস্ত আয়োজন সামলান। বাড়ির পুত্রবধূ অমৃতা ভট্টাচার্য জানান, "ভোগ রান্না থেকে আলপনা—সব কিছুই আমরা নিজেরাই করি।"

পরিবারের আরেক সদস্য কল্যাণ ভট্টাচার্যের কথায়, "প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এই রীতি চলে আসছে। যারা দূরে থাকেন তারাও এই পুজোর টানে বাড়িতে চলে আসেন। এটি শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, আমাদের পারিবারিক মিলনের অন্যতম উপলক্ষ্য।"

ভট্টাচার্য বাড়ির দুর্গাপুজো আজ শুধু একটি পারিবারিক উৎসবের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। এটি হয়ে উঠেছে এলাকার এক গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক সমাবেশস্থল। প্রতিবছর এই পুজোকে ঘিরে একত্রিত হন আত্মীয়-স্বজন, প্রবাসী সদস্যরা ও আশপাশের অসংখ্য মানুষ। পুরোনো ঐতিহ্য, আচার এবং আন্তরিকতার আবহে এই পূজা হয়ে ওঠে মিলনমেলার আসর।

# পাঁচশ বছর পুরনো ঐতিহ্যবাহী 'বড়দেবীর পুজো'

নিজস্ব প্রতিবেদন

**কোচবিহার:** রাজ আমলের গন্ধ মেখে কোচবিহারে আজও নিয়ম মেনে পালিত হয় এক বিশেষ দুর্গোৎসব—'বড়দেবীর পুজো'। শতাব্দী পার করা এই পুজো শুধুই উৎসব নয়, এ কোচবিহারের মানুষের আবেগ, গর্ব আর ঐতিহ্যের মূর্ত প্রতীক।

শ্রাবণ মাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে ডাঙরাই মন্দিরে যূপচ্ছেদন পুজোর মাধ্যমে ময়নাকাঠের আরাধনার মধ্য দিয়ে এই পুজোর সূচনা হয়। আট ফুট লম্বা ময়নাগাছের ডাল দিয়েই পরে তৈরি হয় বড়দেবীর প্রতিমা। এই ডালকে শক্তিদণ্ড হিসেবে মানা হয় এবং তা দিয়েই প্রতিমা নির্মাণ হয় দেবীবাড়িতে।

প্রথমে গুঞ্জবাড়ির মন্দিরে ময়নাকাঠে দেবীর মুখ বসিয়ে পুজো হয়। এরপর এক মাস ধরে মদনমোহন মন্দিরে চলে পুজো। রাধাষ্টমীতে তা পৌঁছায় দেবীবাড়ি মন্দিরে। সেখানেই 'হাওয়া খাওয়া'র পর শুরু হয় প্রতিমা গড়ার কাজ।

এখানে দেবী দুর্গা পূজিত হন বড়দেবী রূপে, রক্তবর্ণা এক দেবী। তাঁর দুই পাশে লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ, কার্তিকের পরিবর্তে — জয়া ও বিজয়া। একদিকে সাদা সিংহ,

অন্যদিকে বাঘ। চিরাচরিত নয়, একেবারে রাজসিক এই রূপ।

এই পুজোয় প্রতিদিনই বলি দেওয়া হয়। প্রতিপদ থেকে দশমী পর্যন্ত চলে পাঁঠা, মোষ, শুকর, পায়রা, মাগুরমাছ, হাঁসের বলি। অষ্টমীর রাতে বিশেষ গুপ্তপুজোয় এখনো রক্ত দেওয়া হয়। কালজানি গ্রামের শিবেন রায় বংশানুক্রমে এই পুজোয় নিজ রক্ত দিয়ে বলির প্রতীকী রীতি বজায় রাখেন। চালের গুঁড়ো দিয়ে তৈরি পুতুলে সেই রক্ত ছিটিয়ে বলি হয় দেবীর সম্মুখে।

একসময় নরবলির প্রথা প্রচলিত থাকলেও, পরবর্তীতে তা প্রতীকী বলিতে রূপান্তরিত হয়। জনশ্রুতি অনুযায়ী, রাজা নরনারায়ণের স্বপ্নদর্শনের পর থেকেই এই রীতির সূচনা। ধারণা করা হয়, পঞ্চদশ শতকের শেষ বা ষোড়শ শতকের শুরুর দিকে মহারাজা বিশ্বসিংহ খেলাচ্ছলে এই পুজো শুরু করেন। পরবর্তীকালে মহারাজা নরনারায়ণ স্বপ্নে দেবী দর্শন পেয়ে আনুমানিক ১৫৬২ সালে মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। রাজোপাখ্যান গ্রন্থে এই ইতিহাসের উল্লেখ রয়েছে। ১৯১৫ সালে মহারাজা জিতেন্দ্র নারায়ণের আমলে পাকা মন্দির নির্মিত হয় দেবীবাড়িতে। তার আগেও পুজো হত, তবে অস্থায়ী কাঠামোয়।

বড়দেবীর পুজোর আগে মদনমোহন মন্দির থেকে রুপোর হনুমান দণ্ড ও বাদ্যযন্ত্র নিয়ে পৌরাণিক ঐতিহ্য রক্ষা করা হয়। মহালয়ার পর প্রতিপদ থেকে শুরু হয় ঘট বসানো ও নিত্যপুজো। একসময় বিসর্জনের দিন খঞ্জনা পাখি আকাশে ছেড়ে দেওয়া হত। রাজ্যের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে রাজজ্যোতিষী সেই পাখির গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করতেন। আজ তা শুধুই ইতিহাস।

পুজোর পুরোহিত জানান, "ডাঙরাই মন্দিরেই প্রতিবছর যূপচ্ছেদন পুজো হয়। এরপর মদনমোহন মন্দিরে ময়নাকাঠ নিয়ে গিয়ে এক মাস ধরে পুজো করা হয়। গৃহপুজোর পর ট্রলিতে কাঠ রাখা হয়, তিন দিন 'হাওয়া খাওয়া' চলার পরই শুরু হয় মাটির কাজ।"

তিনি আরও বলেন, "পায়রা বলি, পরমান্ন ভোগ, ঘি, মধু, দই, গঙ্গাজল, ডাবের জল দিয়ে ময়নাকাঠের মহাস্নান হয়। মায়ের গায়ে পরে সোনার গয়না। এই নিয়ম একদিনও ভাঙা হয়নি।"

যুগ বদলেছে, রাজা নেই, কিন্তু আজও রাজ আমলের নিয়ম-নিষ্ঠা মেনে চলছে বড়দেবীর পুজো — দেবোত্তর ট্রাস্টের তত্ত্বাবধানে অটুট এই ঐতিহ্য।

# সমাজসেবায় বন্ধুচল ওয়েলফেয়ার

নিজস্ব প্রতিবেদন

**শিলিগুড়ি:** সম্প্রতি জলপাইগুড়ির ধোলাবাড়ির রাজাডাঙ্গা গ্রামে পদ্মশ্রী করিমুল হকের বাড়ির আঙিনায় অনুষ্ঠিত হল - 'ইচ্ছেডানা ২০২৫'। শিলিগুড়ি বন্ধুচল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের এই বাৎসরিক উদ্যোগ এবার তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করল।

শিশুদের হাতে জামাকাপড়, মহিলাদের হাতে তুলে দেওয়া হয় স্যানিটারি ন্যাপকিন ও সাজসজ্জার সামগ্রী। দুপুরে সকলের জন্য ছিল ভরপেট মধ্যাহ্নভোজ। পাশাপাশি আয়োজন করা হয়েছিল বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবিরের, যেখানে শহরের বিশিষ্ট চিকিৎসকরা চক্ষু, দন্ত, চর্মরোগসহ নানা সমস্যার পরীক্ষা করেন এবং রোগীদের হাতে তুলে দেন বিনামূল্যে ওষুধ।

চা-বাগান অধ্যুষিত এলাকায় বেড়ে চলা পাচার চক্রের বিরুদ্ধে সরব হতে স্থানীয় মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে আয়োজন করা হয়েছিল এন্টি-ট্রাফিকিং সচেতনতা শিবির। এই কর্মসূচিতে চোখে পড়ে ব্যাপক জনসচেতনতা ও সক্রিয় অংশগ্রহণ।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বন্ধুচল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের প্রতিষ্ঠাতা ঋত্বিক ভট্টাচার্য, সভাপতি সৃজা সরকার, সহ-সভাপতি ডলি বর্মন, কোষাধ্যক্ষ রোহিত ঘোষ, আজমি কেয়ার-এর শাকিব খান, বেটার টুমোরো ফাউন্ডেশন-এর চিরঞ্জিব চ্যাটার্জী-সহ শহরের বিশিষ্টজনেরা।

সভাপতি সৃজা সরকারের কথায়, "ইচ্ছে ডানা শুধু একটি অনুষ্ঠান নয়, এটি আমাদের সমাজের প্রতি একটি দায়বদ্ধতা। আমরা চাই উৎসবের আনন্দ শহরের গণ্ডি পেরিয়ে প্রত্যন্ত গ্রামের ঘরে ঘরে পৌঁছাক। আগামী দিনে আমরা এই কর্মসূচিকে আরও বড় পরিসরে নিয়ে যেতে চাই।"

অনুষ্ঠানের অন্যতম আশ্রয়দাতা পদ্মশ্রী করিমুল হক বলেন, "গত তিন বছর ধরে আমার বাড়িতে এই অনুষ্ঠান হচ্ছে। ছোট ছেলেমেয়েদের এমন বড় উদ্যোগ দেখে আমি গর্বিত। ভবিষ্যতে আরও তরুণ এই কাজে এগিয়ে আসুক—এই কামনা করি।"

# হস্তীশাবকের দুষ্টুমিতে মেতে উঠেছে ক্যাম্প

নিজস্ব প্রতিবেদন

**ডুয়ার্স:** সম্প্রতি গরুমারার মেদলা এলিফ্যান্ট ক্যাম্পে পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণ হয়ে উঠেছে পাঁচ মাসের এক হস্তীশাবক। বন দপ্তরের কুনকি হাতি রামির শাবক মেদলা সুন্দরী এখন দুষ্টুমিতে ভরপুর, আর সেই দুষ্টুমিই পর্যটকদের আনন্দের উৎস হয়ে উঠেছে।

হাতিটি কখনও শুঁড় দিয়ে কেড়ে নিচ্ছে পর্যটকদের মোবাইল ফোন, কখনও আবার মাথা ঠুকছে মজার ছলে। নিজের খেয়ালে ক্যাম্পের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত ছুটে বেড়ানো মেদলা সুন্দরীকে ঘিরে ভিড় করছেন পর্যটকরা। অনেকেই মেদলা ওয়াচটাওয়ারে যাওয়ার পথে ক্যাম্পে থেমে যাচ্ছেন শুধুমাত্র তার খুনশুটি দেখতে।

বন দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, হস্তীশাবকটিকে বেঁধে রাখা হয়নি, ফলে সে স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা করছে এবং পর্যটকদের কাছে আসছে। গরুমারার ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেন বলেন, "হস্তীশাবক মাত্রই দুষ্টুমি করবে। পর্যটকরা ওর সঙ্গে ছবি তুলে আনন্দ পাচ্ছেন। তবে সেই দুষ্টুমি যেন সীমা না ছাড়ায়, সেদিকে মাহুতরা নজর রাখছে।"

পর্যটকদের অভিজ্ঞতাও বেশ মজার। উত্তর দিনাজপুরের পর্যটক বিশু কর্মকার শাবকটিকে আখ খাওয়াতে গিয়ে তার গুঁতোয় পড়ে যান। তাঁর হাত থেকে আখ কেড়ে নেয় দুষ্টু সুন্দরী। বিশু বলেন, "ওর খুনশুটি আমাকে ভীষণ আনন্দ দিয়েছে।" বাঁকুড়ার সঞ্জয় লাহা রসিকতা করে বলেন, "আমার নাতিও এত দুষ্টুমি করে না, যতটা মেদলা সুন্দরী করল।"

ট্যুরিস্ট গাইড কৈলাস রায়ের কথায়, "মেদলা সুন্দরীর দুষ্টুমি দেখতে প্রতিদিনই প্রচুর পর্যটক আসছেন। ডুয়ার্সে এমন দৃশ্য সাধারণত দেখা যায় না।" বনকর্মীদের স্নেহভরে দেওয়া নাম মেদলা সুন্দরী ইতিমধ্যেই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে স্থানীয়দের মুখে মুখে।

# লাইব্রেরি ভবন উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদন

**দিনহাটা:** সম্প্রতি দিনহাটা পৌরসভার অন্তর্গত বার অ্যাসোসিয়েশনের নতুন দ্বিতল বার লাইব্রেরি ভবনের উদ্বোধন হল। প্রায় ২ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই আধুনিক ভবনটি উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের অর্থায়নে তৈরি হয়েছে। উদ্বোধন করেন রাজ্যের উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়া, দিনহাটা পৌরসভার পৌরপ্রধান, বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ও সম্পাদক-সহ এলাকার বিশিষ্টজনেরা।

নতুন ভবনটি উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে আইনজীবীদের জন্য একটি আধুনিক কর্মপরিবেশ গড়ে ওঠার আশা করছেন সংশ্লিষ্ট মহল।

# রাজ্যে বাড়ল জমি-বাড়ির সার্কল রেট

নিজস্ব প্রতিবেদন

**কলকাতা:** ২০১৯ সালের পর সম্প্রতি প্রথমবারের মতো রাজ্যজুড়ে জমি-বাড়ির সার্কল রেট বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য মন্ত্রিসভা। এর ফলে জমি ও বাড়ি কেনাবেচায় রেজিস্ট্রেশন ফি ও স্ট্যাম্প ডিউটির পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে, যা ক্রেতা ও বিক্রেতাদের উপর নতুন অর্থনৈতিক চাপ তৈরি করবে।

সার্কল রেট হল নির্দিষ্ট এলাকার জমি বা বাড়ির ন্যূনতম মূল্য, যার ভিত্তিতেই ধার্য হয় রেজিস্ট্রেশন ফি ও স্ট্যাম্প ডিউটি। সাধারণত প্রতি বছরই এই রেট পুনর্বিবেচিত হয়, কিন্তু কোভিড পরিস্থিতির কারণে ২০২০ সালে তা করা হয়নি। বরং নির্মাণশিল্পকে উৎসাহিত করতে তখন ২ শতাংশের ছাড়ও দেওয়া হয়েছিল। গত বছর সেই ছাড় প্রত্যাহার করা হয়, আর এবার ১২ থেকে ৫০ শতাংশ হারে সার্কল রেট বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিল সরকার।

শহর ও শহরতলির ক্ষেত্রে বৃদ্ধি বেশি—৪৫ থেকে ৫০ শতাংশ। মহিষবাথান, বরানগর, সোনারপুর, বারুইপুর, নিউটাউন, বেহালা সরশুনা, তপসিয়া সহ বিভিন্ন এলাকায় ফ্ল্যাটবাড়ির বাজার মূল্য গত এক বছরে ৫৫ থেকে ৮৭ শতাংশ পর্যন্ত বেড়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, বাজার মূল্যের সঙ্গে সরকারি নির্ধারিত সার্কল রেটের ফারাক দিন দিন বাড়ছিল, তাই এই রেট বাড়ানো অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল।

বর্তমানে, রেজিস্ট্রেশন ফি সম্পত্তির বিক্রয়মূল্যের ১ শতাংশ হিসাবে ধার্য করা হয়েছে। স্ট্যাম্প ডিউটি গ্রামে ৫ শতাংশ এবং শহরে ৬ শতাংশ। এক কোটি টাকার বেশি মূল্যের সম্পত্তির ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ১ শতাংশ স্ট্যাম্প ডিউটি দিতে হয়।

নির্মাণশিল্প বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা করছেন, সার্কল রেট বাড়ার ফলে অনেক অভিজাত এলাকার ৮৫০ বর্গফুটের ফ্ল্যাটের দাম এক কোটি টাকার সীমা ছাড়িয়ে যেতে পারে, ফলে রেজিস্ট্রেশন ও স্ট্যাম্প ডিউটির খরচ আরও বেড়ে যাবে। তবে প্রশাসনের বক্তব্য, এর ফলে বাজারে বড় ধরনের ধাক্কা লাগবে না। অতীতেও স্ট্যাম্প ডিউটি ছাড় প্রত্যাহারের সময় আশঙ্কা করা হয়েছিল, কিন্তু রাজস্ব আয় এতে প্রভাবিত হয়নি। তাই এবারের সার্কল রেট বৃদ্ধিতেও একই পরিস্থিতি প্রত্যাশিত।

# দুর্গাপুজোয় সম্প্রীতির বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন

**চ্যাংরাবান্ধা:** বর্ণিল আলো বা শহুরে থিমের চাকচিক্য নয়, চ্যাংরাবান্ধার চিতিয়ারডাঙ্গা ও চৌরঙ্গি এলাকার দুর্গাপুজো বরাবরই আলাদা হয়ে উঠেছে সামাজিক সম্প্রীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে। চলতি বছরে ৯২ বছরে পড়েছে চিতিয়ারডাঙ্গার দুর্গাপুজো। এলাকাবাসীর সম্মিলিত উদ্যোগে আয়োজিত এই পুজো শুধুই ধর্মীয় আচার নয়, বরং এক ঐতিহ্য যা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বজায় রয়েছে। প্রবীণ বাসিন্দা প্রতীপ সরকার জানান, "অষ্টমীর দিন হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলে একসঙ্গে ভোগ খান। এটা শুধু একটা রীতি নয়, আমাদের সংস্কৃতির অংশ।"

অষ্টমীর দিনে চিতিয়ারডাঙ্গায় বিরাট ভুরিভোজের আয়োজন করা হয়, যেখানে গ্রামের সকল মানুষ একত্রে বসে খাওয়ায় অংশ নেন। স্থানীয় বাসিন্দা আইয়ুব আলি বলেন, "এই দিনটার জন্য সারা বছর অপেক্ষা করি। সবার সঙ্গে একসঙ্গে বসে খাওয়ার আনন্দই আলাদা।"

চৌরঙ্গির দুর্গাপুজোর বয়স যদিও তুলনায় কম—প্রায় ৪০ বছর—তবুও তার প্রভাব কম নয়। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের উদ্যোগেই এই পুজোর সূচনা হয়েছিল। বর্তমানে একটি স্থায়ী মণ্ডপেই পুজো অনুষ্ঠিত হয়। ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি ইউনুস আলি জানান, "নবমী ও দশমীতে সকলের জন্য প্রসাদের ব্যবস্থা থাকে। প্রতি বছর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও হয়, যেখানে সব বয়সের মানুষ অংশ নেন।"

চ্যাংরাবান্ধার এই দুই দুর্গাপুজোয় সম্প্রীতি আর সহাবস্থানের বার্তা মেলে বারবার।

# শিলিগুড়ি কলেজের প্লাটিনাম জুবিলি

নিজস্ব প্রতিবেদন

**শিলিগুড়ি:** প্রতিষ্ঠার ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে গত ২৩ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার শিলিগুড়ি কলেজে আয়োজিত হল এক বর্ণাঢ্য পদযাত্রা। সকাল থেকেই কলেজ চত্বর মুখরিত হয়ে ওঠে প্রাক্তনী, বর্তমান ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক এবং বিশিষ্ট অতিথিদের উপস্থিতিতে।

কলেজ প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক ঘুরে ফের কলেজ মাঠেই পদযাত্রার সমাপ্তি হয়। পদযাত্রার মূল আকর্ষণ ছিল বিভিন্ন থিমভিত্তিক ট্যাবলো, যেখানে স্থান পেয়েছে শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং সামাজিক বার্তা।

আয়োজক কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ৭৫ বছর পূর্তির অনুষ্ঠানমালা চলবে আগামী জানুয়ারি পর্যন্ত। সেই সময় আয়োজিত হবে সমাপ্তি অনুষ্ঠান, যেখানে উপস্থিত থাকবেন পদ্মশ্রী সম্মানপ্রাপ্ত শিক্ষাবিদ ড. নগেন্দ্রনাথ রায়-সহ দেশের একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব।

উল্লেখ্য, শহরের মেয়র গৌতম দেব ইতিমধ্যেই শিলিগুড়ি কলেজের প্লাটিনাম জুবিলির লোগো ও রেজিস্ট্রেশন ওয়েবসাইট উদ্বোধন করেছেন। মঙ্গলবারের পদযাত্রার মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হল এই ঐতিহাসিক উৎসবের সূচনা।

# সরকারি স্কুলে ডিজিটাল পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিবেদন

**কল্যাণী:** রাজ্যের শিক্ষা পরিকাঠামোয় নতুন দিগন্তের সূচনা করল কল্যাণী পান্নালাল ইনস্টিটিউশন। এবার এই সরকারি স্কুলেই দেখা মিলবে মানবাকৃতি রোবট 'সানন্দা'-র। সম্প্রতি আধুনিক প্রযুক্তির সংযোজন করে ডিজিটাল ক্লাসরুমে রূপান্তরিত হয়েছে বিদ্যালয়ের বেশ কিছু শ্রেণিকক্ষ। এক প্রাক্তন ছাত্রের আর্থিক সহায়তায় এই রূপান্তর ঘটেছে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে।

বিদ্যালয়ে স্থাপিত হয়েছে দুটি অত্যাধুনিক ডিজিটাল শ্রেণিকক্ষ, প্রতিটিতে রয়েছে ৫৫ ইঞ্চির স্মার্ট টিভি ও একটি আধুনিক ডিজিটাল জেনারেটর। তবে সবথেকে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে মানব রোবট 'সানন্দা'। শিক্ষার্থীদের পাঠ গ্রহণে সহায়তা করবে এই রোবট, প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শেখাবে নানা বিষয়ের মৌলিক ধারণা।

বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানায়, "এই প্রযুক্তিগত অগ্রগতির ফলে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনায় আগ্রহ আরও বাড়বে। সরকারি স্কুলেও যে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মতো সুযোগ পাওয়া সম্ভব, তার জ্বলন্ত উদাহরণ এখন আমাদের স্কুল।"

প্রাক্তন ছাত্রের এই দৃষ্টান্তমূলক অবদানে খুশি স্কুলের শিক্ষক, শিক্ষিকা এবং পড়ুয়ারা।

# দাদামণির জীবনভিত্তিক গ্রন্থ প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদন

**শিলিগুড়ি:** শুধু সাধনা নয়, সমাজসেবার মধ্য দিয়েই আধ্যাত্মিকতার পূর্ণতা—এই জীবনদর্শন ধারণ করে চলেছেন শ্রী শ্রী দাদামণি। তাঁর এই অনন্য আদর্শকে তুলে ধরতে সম্প্রতি শিলিগুড়ির দেশবন্ধু পাড়ার মা অভয়া দাদামণি সেবা সংঘ প্রকাশ করল বিশেষ গ্রন্থ "স্মরণে মননে শ্রী শ্রী দাদামণি, মায়ের মানস সন্তান মাতৃ রূপানন্দ ঠাকুর শ্রী শ্রী দাদামণি"।

সাহুডাঙ্গী রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী জীবনানন্দ মহারাজ ও সেবকেশ্বরী কালী মন্দিরের পুরোহিত স্বপন ভাদুরির উপস্থিতিতে বইটির উদ্বোধন হয়। গ্রন্থে স্থান পেয়েছে দাদামণির জীবনী, আধ্যাত্মিক সাধনা, সমাজসেবা এবং মূল্যবান বক্তব্যের সংকলন।

সেবা সংঘের তরফে জানানো হয়, নতুন প্রজন্মের কাছে দাদামণির আদর্শ পৌঁছে দিতেই এই প্রয়াস। তাঁদের বিশ্বাস, দাদামণির সাধনা ও সমাজসেবার মেলবন্ধন আগামী দিনে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে।

# জুবিন গর্গের মূর্তি বসানোর উদ্যোগ কোচবিহারে

নিজস্ব প্রতিবেদন

**কোচবিহার:** উত্তর-পূর্ব ভারতের জনপ্রিয় গায়ক জুবিন গর্গের প্রতি সম্মান জানিয়ে এবার কোচবিহারেও তাঁর মূর্তি বসানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কোচবিহার পুরসভার পুরপ্রধান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ২৪ সেপ্টেম্বর বুধবার এক সাংবাদিক বৈঠকে এই সিদ্ধান্তের কথা জানান। তিনি বলেন, "জুবিন গর্গ উত্তর-পূর্ব ভারতের গর্ব। তাঁর জন্ম অসমে হলেও বাংলা ও বাংলার সংস্কৃতির প্রতি তাঁর বিশেষ টান ছিল। বাংলা গান তিনি এত সুন্দর করে গাইতেন, বোঝা যেত না তিনি বাঙালি নন।"

পুরপ্রধান আরও জানান, জুবিন গর্গ একসময় কোচবিহার রাসমেলায় গান গেয়েছিলেন এবং ভাওয়াইয়া শিল্পী নজরুল ইসলামের সঙ্গে তাঁর গানের ক্যাসেটও রয়েছে। সেই স্মৃতিকে সম্মান জানিয়ে এবারের রাসমেলায় সাংস্কৃতিক মঞ্চ জুবিন গর্গের নামে উৎসর্গ করার পরিকল্পনা রয়েছে। একইসঙ্গে, শিল্পীর পরিবারের অনুমোদন মিললে কোচবিহার শহরে তাঁর একটি মূর্তিও স্থাপন করা হবে।

তিনি বলেন, "শুধু মূর্তি বসালেই চলবে না, তার দেখভাল ও রক্ষণাবেক্ষণের দিকেও নজর দিতে হবে। শিল্পীর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা চলছে।"

# পঞ্চাশের দশকে অতুলচন্দ্র মার্কেট

নিজস্ব প্রতিবেদন

**মালদা:** মালদা শহরের অন্যতম প্রাচীন ব্যবসায়িক কেন্দ্র অতুলচন্দ্র মার্কেট-এর ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ২৫ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই প্রেক্ষাপটে মার্কেটের প্রতিষ্ঠাতা অতুলচন্দ্র কুমারের মূর্তি উন্মোচন করা হয়।

কর্মসূচির উদ্বোধন করেন ইংলিশ বাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ন চৌধুরী। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সুমালা আগরওয়াল, মালদা মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি জয়ন্ত কুন্ডু, সম্পাদক উত্তম বসাক, অতুলচন্দ্র মার্কেট দুর্গাপূজা কমিটির সম্পাদক অমর ঘোষ, সভাপতি কানাইলাল সাহা এবং ইংলিশ বাজার পৌরসভার সমস্ত কাউন্সিলরবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে মূর্তি উন্মোচনের পর রক্তদান শিবির ও বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচিরও আয়োজন করা হয়, যা অনুষ্ঠানে এক বিশেষ মানবিক মাত্রা যোগ করে। চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী তাঁর বক্তব্যে অতুলচন্দ্র কুমার-এর স্মৃতিচারণা করেন এবং জানান, অতুলচন্দ্র কেবল একজন ব্যবসায়ীই ছিলেন না, তিনি ছিলেন এক মহান সমাজসেবী। তিনি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু-এর ঘনিষ্ঠ ছিলেন এবং তাঁর আহ্বানে সাড়া দিতেন বলেও জানান চেয়ারম্যান।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অতুলচন্দ্র মার্কেটের সকল সদস্য, ব্যবসায়ী ও স্থানীয় বাসিন্দারা।

# পুলিশের উদ্যোগে ফেরত মোবাইল

নিজস্ব প্রতিবেদন

**মালদা:** চুরি বা অসতর্কতায় হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফোন মালিকদের কাছে যেন এক দুঃস্বপ্নের নাম। কিন্তু ২৫ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার মালদা থানার উদ্যোগে সেই দুঃস্বপ্নই বদলে গেল বাস্তব আনন্দে। থানার প্রাঙ্গণে আয়োজিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানে ২০ জন দাবিদারের হাতে তাঁদের হারানো মোবাইল ফোন তুলে দিলেন থানার আইসি মৌমেন চক্রবর্তী ও অন্যান্য পুলিশ অফিসাররা।

ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকা প্রত্যেকেই যেন আবেগে আপ্লুত। কেউ বিস্মিত হয়ে নিজের ফোন হাতে পেয়ে পুলিশকে ধন্যবাদ জানালেন, কেউ বা দীর্ঘদিনের অপেক্ষার অবসানে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। ফোন ফিরে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের চোখেমুখে ফুটে উঠল হারানো কিছু ফিরে পাওয়ার উচ্ছ্বাস।

থানার এক অফিসার জানান, "আমরা নিয়মিতভাবে হারানো মোবাইল শনাক্ত করে তা প্রকৃত মালিকের হাতে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করছি। মানুষ যেন পুলিশের প্রতি আস্থা রাখতে পারেন, সেটাই আমাদের লক্ষ্য।"

# চার দফা দাবিতে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিবেদন

**কোচবিহার:** চার দফা দাবিকে সামনে রেখে কোচবিহারে জেলা শাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে স্মারকলিপি পেশ করল ন্যাশনাল অ্যাজিটেশন কমিটি (এনএসি)। ২৪ সেপ্টেম্বর বুধবার দুপুরে কোচবিহার জেলা শাসকের দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখান সংগঠনের সদস্যরা।

সংগঠনের মূল দাবি, ইপিএস-৯৫ পেনশন প্রকল্পের আওতায় থাকা পেনশনভোগীদের ন্যূনতম পেনশন ১,০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৭,৫০০ টাকা করতে হবে। পাশাপাশি, এই পেনশনভোগী এবং তাঁদের স্বামী অথবা স্ত্রীদের জন্য সর্বজনীন ও নিখরচায় চিকিৎসা পরিষেবা চালু করার দাবি জানানো হয়েছে।

সংগঠনের দাবি, সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুসারে কোনও ধরনের বৈষম্য না রেখে পেনশনভোগীদের প্রকৃত বেতনের ভিত্তিতে উচ্চতর পেনশনের সুবিধা দিতে হবে। একই সঙ্গে, যারা ইপিএস প্রকল্পের আওতায় আসেন না, সেই নন-ইপিএস পেনশনভোগীদের জন্য প্রতি মাসে ন্যূনতম ৫,০০০ টাকা পেনশনের দাবিও তোলা হয়েছে।

এদিনের ডেপুটেশনের মাধ্যমে এনএসি জানিয়েছে, এই দাবি দীর্ঘদিনের এবং দেশের লক্ষ লক্ষ প্রবীণ নাগরিকের জীবনমানের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সংগঠনের হুঁশিয়ারি, দ্রুত পদক্ষেপ না হলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটবেন তাঁরা।

# কালচিনি ফাউন্ডেশনের মানবীয় উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন

**আলিপুরদুয়ার:** পুজোর আনন্দে শরিক হল চা বাগানের খুদেরাও। আলিপুরদুয়ারের কালচিনির মধু চা বাগানে কর্মরত শ্রমিক পরিবারগুলোর শিশুদের মুখে হাসি ফোটাতে এগিয়ে এল কালচিনি সহযোগ ফাউন্ডেশন।

সম্প্রতি ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে, ওই চা বাগানের প্রায় দুই শতাধিক শিশুদের হাতে নতুন জামাকাপড় তুলে দেওয়া হয়। ফাউন্ডেশনের তরফে জানানো হয়েছে, শ্রমিক পরিবারগুলির আর্থিক অবস্থার কথা মাথায় রেখেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তাঁদের কথায়, "চা বাগানের শ্রমিকরা দিনরাত খেটে চললেও পুজোর সময় সন্তানদের নতুন জামা কিনে দেওয়ার মতো সামর্থ্য অনেকেরই থাকে না। সেই কারণেই আমরা তাদের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছি।"

নতুন জামা পেয়ে উচ্ছ্বসিত খুদেরা।

সবুজে মোড়া অফবিট ডুয়ার্স

# পর্যটকদের নতুন গন্তব্য বক্সার পূর্ব ডিভিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন

**আলিপুরদুয়ার:** পুজোর ছুটি মানেই বাঙালির মনে ঘুরে বেড়ানোর উতলা স্বপ্ন। পাহাড়, নদী, জঙ্গল আর প্রকৃতির সবুজ হাতছানি যেন ডাকে চিরপরিচিত সুরে। সেই ডাকে সাড়া দিয়ে এবারের নতুন গন্তব্য হতে পারে ডুয়ার্সের এক তুলনামূলক কম চেনা রত্ন—বক্সার পূর্ব ডিভিশন।

রাজাভাতখাওয়া, বক্সা দুর্গ কিংবা জয়ন্তীর বাইরেও এবার পর্যটকদের মন কাড়ছে কিছু অফবিট জায়গা—যেমন ফাঁসখাওয়া, হাতিপোঁতা, ভুটানঘাট, নারারথলি বিল ও কালীখোলা। আলিপুরদুয়ার শহর থেকে গাড়ি ভাড়া করে এই সব গন্তব্য একদিনেই ঘুরে ফেরা যায় অনায়াসে।

সবুজ চা-বাগানের মাঝে ছড়িয়ে থাকা ফাঁসখাওয়ার প্রকৃতি যেন একান্ত শান্তির ঠিকানা। পাশে সাইলি-মাইলি পাহাড়ের কোলে বসে থাকা এই ছোট্ট গ্রামটি যেন প্রকৃতির আঁচলে লুকোনো এক স্বর্গ। ঝরনার সুর, গা ছমছমে বনভূমির ছায়া আর মাঠের সবুজ গালিচায় মন ভরে যায়।

ফাঁসখাওয়ার লাগোয়া হাতিপোঁতা, ময়নাবাড়ি ও কানজালি বস্তির অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যও মুগ্ধ করে পর্যটকদের। কাছেই রয়েছে জয়ন্তী চা-বাগান, যার বুক চিরে বয়ে চলা ছোট ছোট ঝরনা যেন প্রকৃতির নিজস্ব সঙ্গীত বয়ে আনে।

আরও উত্তরে, ভুটান সীমান্তে অবস্থিত ভুটানঘাট—যেখানে পাহাড়ি রায়ডাক নদীর স্বচ্ছ জলে প্রতিফলিত হয় ভুটানের নীলচে পাহাড়শ্রেণি। তবে এখানে প্রবেশের আগে বনদপ্তরের অনুমতি নেওয়া বাধ্যতামূলক।

পাখিপ্রেমীদের জন্য অনন্য এক অভিজ্ঞতা অপেক্ষা করে নারারথলি বিলে। কামাখ্যাগুড়ির কাছে অবস্থিত এই নির্জন জলাশয় ঘিরে নানা প্রজাতির পরিচিত ও অচেনা পাখির কলকাকলিতে মুখর থাকে পরিবেশ।

সেখান থেকে কাছেই কুমারগ্রামের কালীখোলা—যা এক সময় কমলালেবুর ব্যবসা ও কেএলও-র কার্যকলাপে ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আজও এই সীমান্তবর্তী অঞ্চলে দেখা মেলে এসএসবি জওয়ানদের টহলের দৃশ্য।

রাত্রিযাপনেও এখানে কোনও অসুবিধা নেই। বক্সার পূর্ব ডিভিশনে রয়েছে শিলবাংলো ও রায়ডাক বনবাংলো—যেখানে থেকে প্রকৃতির আরও কাছে আসার সুযোগ মেলে। ভাগ্য ভালো থাকলে রাতে কাঠের বাংলোর বারান্দায় বসে চাঁদের আলোয় দেখা মিলতেও পারে হরিণ, বাইসন, ময়ূর কিংবা হাতির দলের।

ডুয়ার্স ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি পার্থসারথি রায় বলেন, "বক্সা মানেই শুধু রাজাভাতখাওয়া বা বক্সা দুর্গ নয়। বক্সার পূর্ব ডিভিশনের এই অফবিট সার্কিটও সমান আকর্ষণীয়। একবার এলে পর্যটকরা মুগ্ধ হবেনই।"

# রেল নিরাপত্তায় নয়া প্রযুক্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন

**মালদা:** রেল নিরাপত্তায় এবার যুক্ত হচ্ছে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি। অপরাধ দমনে এবার ফেসিয়াল রিকগনাইজেশন সফটওয়্যার (এফআরএস) ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে পূর্ব রেল। এই প্রযুক্তির মাধ্যমে মুখমণ্ডল চিহ্নিত করে শনাক্ত করা যাবে অতীতে রেল পুলিশের (আরপিএফ) হাতে গ্রেপ্তার হওয়া অপরাধীদের।

পূর্ব রেলের আরপিএফ আইজি তথা প্রিন্সিপাল চিফ সিকিউরিটি কমিশনার অমিয় নন্দন সিনহা এক সাংবাদিক বৈঠকে জানান, রেল চত্বরে প্রবেশ করা মাত্রই কোনও প্রাক্তন অপরাধীর মুখমণ্ডল ধরা পড়বে স্টেশনের সিসিটিভি ক্যামেরায়। সঙ্গে সঙ্গেই সেই তথ্য পৌঁছে যাবে আরপিএফ-এর কন্ট্রোলরুমে। এরপর আরপিএফ সেই ব্যক্তির উপর নজর রাখবে ও প্রয়োজনে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। এর ফলে অপরাধী যাতে পুনরায় কোনও অপরাধ সংঘটিত করতে না পারে, তা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

তিনি আরও বলেন, "এই প্রযুক্তির ব্যবহার রেল চত্বরে নিরাপত্তা আরও জোরদার করবে। অপরাধীদের গতিবিধির উপর নজর রাখা সহজ হবে। এতে যাত্রীদের মধ্যে নিরাপত্তাবোধও বাড়বে।"

২৫ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার মালদা ডিভিশনে অনুষ্ঠিত এক সেমিনারে অংশ নিতে এসে এই কথা জানান তিনি। উপস্থিত ছিলেন মালদা রেল ডিভিশনের ডিভিশনাল আরপিএফ কমান্ড্যান্ট একে কুল্লুও।

# হাতি সুরক্ষায় অভিনব প্রযুক্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন

**আলিপুরদুয়ার:** ডুয়ার্সের জঙ্গল ঘেরা রেলপথে ট্রেনের ধাক্কায় হাতির মৃত্যু রুখতে এবার আধুনিক প্রযুক্তির সহায়তা নিচ্ছে রেল ও বনদপ্তর। আলিপুরদুয়ার জংশন থেকে শিলিগুড়ি জংশন পর্যন্ত ১৬৫ কিমি দীর্ঘ রেলপথে রিয়েল টাইম মনিটরিং ব্যবস্থা চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি আলিপুরদুয়ার ডিভিশন অফিসে অনুষ্ঠিত এক রেল ও বনদপ্তরের যৌথ বৈঠকে এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়।

এই নতুন ব্যবস্থায় রেললাইনের ধারে বসানো হবে থার্মাল ইমেজিং ক্যামেরা, যা জঙ্গলে হাতির উপস্থিতি টের পেলেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে সতর্কবার্তা পাঠাবে নিকটবর্তী স্টেশন ম্যানেজার, ট্রেন চালক ও রেলের কন্ট্রোল রুমে। এর ফলে রেলকর্মীরা দ্রুত পদক্ষেপ নিতে পারবেন এবং দুর্ঘটনা এড়ানো যাবে।

ইতিমধ্যেই ওই রেলপথে 'ইনট্রুশন ডিটেকশন সিস্টেম' (আইডিএস) চালুর কাজ শুরু হয়েছে। এই প্রযুক্তির কার্যকারিতা যাচাই করতে গরুমারা অভয়ারণ্যে কুনকি হাতিদের রেললাইনের কাছে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল ভাস্কর জে ভি জানান, "ট্রেনের ধাক্কায় হাতির মৃত্যু রুখতে রিয়েল টাইম মনিটরিং প্রযুক্তি লাগু করা হবে। পাশাপাশি আইডিএসের কার্যকারিতা গোরুমারায় কুনকি হাতিদের ব্যবহার করে পরীক্ষা করা হবে।"

# নাবালিকা ধর্ষণে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদন

**কোচবিহার:** প্রতিবেশী এক দম্পতির মদতে বারো বছরের এক নাবালিকা মেয়েকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। ২৪ সেপ্টেম্বর বুধবার এই ঘটনার জেরে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে কোচবিহারের তুফানগঞ্জ এলাকা। ঘটনার বিবরণ জানিয়ে ঐদিন বক্সিরহাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন নাবালিকার পরিবার।

ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায় এবং প্রবল ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। ধর্ষণে মদত দেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত প্রতিবেশি দম্পতির বাড়ির সামনে জমায়েত শুরু করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। মূল অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে সেদিন হরিপুর-কামাখ্যাগুড়ি সংযোগকারী রাজ্য সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে পথ অবরোধ করেন তাঁরা।

এই অবরোধের ফলে রাস্তাজুড়ে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মূল অভিযুক্তকে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করা হয়েছে এবং অভিযুক্ত দম্পতির খোঁজে তল্লাশি চলছে।

# গরুমারার প্রথম গাইড মঙ্গল কোরার জীবন এবার সেলুলয়েডে

নিজস্ব প্রতিবেদন

**জলপাইগুড়ি:** তিন দশক আগের কথা। গরুমারার অরণ্যে তখনও সাফারির বালাই ছিল না। পর্যটকদের জঙ্গল ঘুরিয়ে দেখানোর দায়িত্ব তুলে নিয়েছিলেন এক তরুণ—মঙ্গল কোরা। তিনি-ই গরুমারার প্রথম গাইড। কোনও গাড়ি নয়, হেঁটেই পর্যটকদের জঙ্গলের গহীনে নিয়ে যেতেন তিনি। মাথাপিছু গাইড ফি ছিল মাত্র ২৫ টাকা। তাও আবার কেউ দিতেন, কেউ দিতেন না। আজ সেই ফি বেড়ে দাঁড়িয়েছে সাড়ে তিনশো টাকায়, আর মঙ্গল কোরা হয়ে উঠেছেন ডুয়ার্স পর্যটনের এক জীবন্ত কিংবদন্তি।

লাটাগুড়ির বিচাভাঙা বনবস্তির সন্তান মঙ্গল কোরা ছোট থেকেই বড় হয়েছেন জঙ্গলের ছায়ায়। হাতি, গন্ডার তাড়িয়ে, বনজ বিপদ সামলে তৈরি হয়েছে তাঁর সাহসিকতার অভিজ্ঞতা। পর্যটকদের কখনও বিপদে পড়তে হয়নি তাঁর সঙ্গ পেয়ে।

বয়স এখন ষাট ছুঁইছুঁই। গাইডের পেশা ছেড়েছেন মঙ্গলবাবু, তবে ডুয়ার্সের সংস্কৃতিকে আজও আগলে রেখেছেন নিজের ছোট্ট জমিতে তৈরি এক মিউজিয়ামের মাধ্যমে। সেখানে ডুয়ার্সের জনজাতি সংস্কৃতি, পোশাক, বাদ্যযন্ত্র, কৃষি সরঞ্জাম তুলে ধরছেন পর্যটকদের সামনে।

অ্যাসোসিয়েশন ফর কনজারভেশন অ্যান্ড ট্যুরিজম (এসিটি)-এর আহ্বায়ক রাজ বসু বলেন, "তখন গরুমারায় সাফারি ছিল না বললেই চলে। বনদপ্তরের অনুমতিতে মঙ্গল কোরা লাটাগুড়িতে প্রথম গাইডের কাজ শুরু করেন। তাঁর পথ অনুসরণ করে আরও যুবক এগিয়ে আসেন। ডুয়ার্সে পর্যটনের ভিত তৈরি হয় তখন থেকেই।"

## সম্পাদকীয়

# মায়ের আগমনে শান্তির বার্তা

পৃথিবী জুড়ে এক অশান্তির বাতাবরণ। কোথাও যুদ্ধ চলছে। কোথাও গোষ্ঠী-সংঘর্ষ। মৃত্যু মিছিল চলছে যেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগেও মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে। যার কারণ আসলে মানুষই। এমন এক দুঃসময়ে বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গা-পুজো। মা আসছেন, অন্যায়ের বিরুদ্ধে এক তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে, ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে। দিকে দিকে মানুষ মেতে উঠেছেন মা-কে স্বাগত জানাতে। রঙে-আলোতে সেজে উঠছে চারদিক। পাঁচদিন ধরে মাকে নিয়ে বাঙালি পুরোপুরি আনন্দে মেতে উঠবেন। কিন্তু শুধু আনন্দে মেতে উঠলেই হবে না। মায়ের লড়াইয়ের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া প্রয়োজন চারদিকে। অসুর দল যখন অন্যায় ভাবে স্বর্গরাজ্যে আক্রমণ শুরু করে। যখন দেবতাদের উপর নির্মম অত্যাচার ঘটে, রুখে দাঁড়িয়েছিলেন দেবী। অসুরদের বধ করে স্বর্গরাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি। অন্যায়ের বিরুদ্ধে তার এই লড়াই মানুষকে উৎসাহিত করে। রাজ্যে, দেশ-বিদেশে একের পর এক অন্যায়ের ঘটনা ঘটছে, মায়ের সেই লড়াইকে স্মরণে রেখে ঘটে চলা অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো উচিত। কোথাও যাতে একজন সাধারণ মানুষেরও শিক্ষা-স্বাস্থ্য-খাদ্যের অধিকার লঙ্ঘিত না হয়, কোথাও যেন একজন সাধারণ মানুষকে বিনাদোষে মৃত্যুবরণ করতে না হয়, তার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ লড়াই প্রয়োজন। আসুন এই শারদোৎসবে এমনই এক প্রতিজ্ঞা নিয়ে পৃথিবী জুড়ে চলা অন্যায়ের বিরুদ্ধে গর্জে উঠি সবাই।

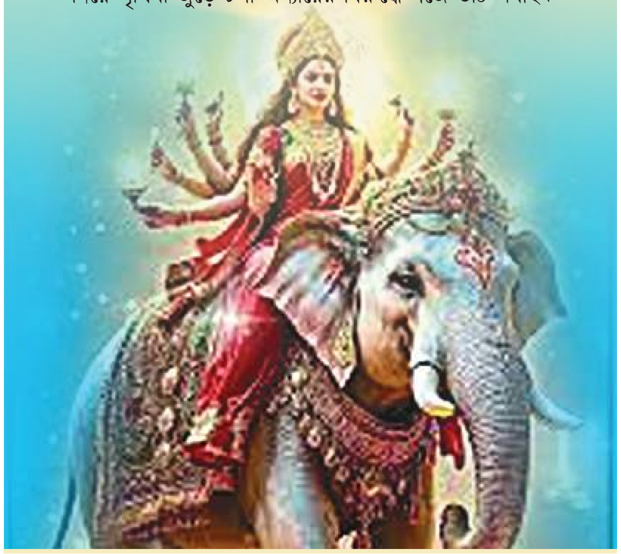


## টিম পূর্বোত্তর

| | | |
|---|---|---|
| সম্পাদক | ঃ | সন্দীপন পণ্ডিত |
| কার্যকারী সম্পাদক | ঃ | দেবাশীষ চক্রবর্তী |
| সহকারী সম্পাদক | ঃ | কঙ্কনা বালো মজুমদার, দুর্গাশ্রী মিত্র, রাহুল রাউত |
| ডিজাইনার | ঃ | সমরেশ বসাক |
| বিজ্ঞাপন আধিকারিক | ঃ | রাকেশ রায় |
| জনসংযোগ আধিকারিক | ঃ | মিঠুন রায় |


# নাশভিলের দুর্গাপূজা এক টুকরো বাংলা, এক বুক আবেগ

লেখক: **শুভজিৎ ঘোষ**
টেনেসি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র


ক্যালেন্ডারের পাতা থেকে নিঃশব্দে খসে পড়া আরও একটা দিন। চেন্নাইয়ের ঘামে ভেজা, আর পাঁচটা দিনের থেকে আলাদা কিছু নয়। কফির মগটা কখন ঠান্ডা হয়ে গেছে ডেস্কে, খেয়ালই নেই। ডেটা, সংখ্যা আর গ্রাফের জঙ্গলে হারিয়ে যেতে যেতে মনে হচ্ছিল, জীবনটাও কি এরকমই একটা অ্যানালিটিক্স? একঘেয়ে, যান্ত্রিক?

হঠাৎ কর্কশ শব্দে বেজে উঠল ইন্টারকম। যেন জমাট বাঁধা দিঘির জলে কেউ একটা ঢিল ছুঁড়ল। বসের গম্ভীর গলা, "Subhajit, come to my office. Urgent." বুকটা ধড়াস করে উঠল। 'Urgent'—অফিসের অভিধানে এই শব্দটা মানেই আসন্ন কোনো ঝড়। কী হতে চলেছে?

স্যারের বিশাল চেয়ারটা ঘুরল। চোখে চোখ রেখে বললেন, "You need to go to USA  for four to six weeks. Customer escalations. Only you can handle it. Pack your bags."

বাক্যগুলো বুলেট ট্রেনের মতো মাথায় এসে ধাক্কা মারল। আমেরিকা! যে দেশটা এতদিন বইয়ের পাতায় আর সিনেমার পর্দায় বন্দি ছিল, সেই স্বপ্নরাজ্যের দরজাটা এভাবে খুলে যাবে? বুকের ভেতরে ঘুমিয়ে থাকা এক বিশ্বজয়ের আকাঙ্ক্ষা যেন হাজারটা ডানা মেলে আকাশে উড়ান দিল। দৌড়। শুধু দৌড়। আর পিছনে ফেরা নয়।

ন্যাশভিল। যেন কোনো কবির লেখা শান্ত, স্নিগ্ধ এক কবিতা। পরিপাটি, সাজানো, ছবির মতো একটা শহর। প্রথম দেখাতেই ভালোবেসে ফেললাম। কিন্তু মনটা খুঁজে বেড়াচ্ছিল চেনা মাটির গন্ধ, চেনা সুর, চেনা মুখ। সেই খোঁজই আমাকে এনে ফেলল এই প্রবাসের এক টুকরো বাংলার দোরগোড়ায়—বাঙালির দুর্গাপুজোয় ।

ব্যস, সেই শুরু। প্রায় এক দশক কেটে গেল এই মহাযজ্ঞের সাথে। তবে এবারের পুজোটা অন্যরকম। এবার আমি শুধু দর্শক নই, যজ্ঞের অন্যতম পুরোহিত। মিডিয়া, পাবলিকেশন, ফান্ড রেইজিং... দায়িত্বের তালিকাটা লম্বা। কাঁধটা একটু ভারী লাগছে ঠিকই, কিন্তু মনটা...? সে তো খুশিতে উড়ছে। আমাদের সাতজনের কমিটি, ঠিক যেন সবাই মিলে এক বৃহত্তর বাঙালি একান্নবর্তী পরিবারের কর্তা। আর আমাদের সাহায্য করার জন্য অজস্র হাত—আমাদের সাব-কমিটি। এখানে সবাই পরিবারের সদস্য।

পুজোর কথায় আসি... ভাবতেই যে গায়ে কাঁটা দিচ্ছে! এবারের মায়ের আগমন তো আরও বিশেষ। এর পিছনের কারিগর আমাদের প্রিয় অশোকদা ও আরতিদি। তাঁরা নিজেরা কুমোরটুলিতে গিয়ে, হাজারো প্রতিমার মধ্যে থেকে আমাদের জন্য মায়ের এই স্নিগ্ধ রূপটি নির্বাচন করেছেন। তাঁদের এই অমূল্য অবদানের জন্যই তো, দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে বাক্সবন্দী মা যখন এখানে পৌঁছালেন, মনে হল—এ তো আমাদেরই ঘরের মেয়ে, ঘরে ফিরল! কী অপূর্ব সে মুখ!

আমাদের পূজা অত্যন্ত নিয়মনিষ্ঠার সাথে অনুষ্ঠিত হয় এবং উৎসব সমন্বয়কারীর তত্ত্বাবধানে এই তিন দিন নেপথ্যে চলে অজস্র কর্মযজ্ঞ। এবার আমরা অনেক কিছুই প্রথমবার করছি। পুজো নিয়ে ওয়েবিনার, প্যান্ডেলের সাজে বাংলার নিজস্ব কল্কার ও ডোকরার কাজ... ভাবছেন, এত শিল্পী পাই কোথায়? আরে, আমাদের মধ্যেই তো লুকিয়ে আছে কত জহুরি! বছরের পর বছর ধরে তারা নিজেদের ভালোবাসা দিয়ে এই প্রবাসের পুজোকে সাজিয়ে তুলছে। পুজোর দু-দিন চলবে নাচ, গান, নাটক—সব আমাদের ঘরের ছেলেমেয়েদের নিয়ে। বিশ্বাস করুন, বাইরে থেকে শিল্পী আনার দরকারই পড়ে না। আমিও সাহস করে গুণীজনদের এই আসরে একটি শ্রুতিনাটক নিয়ে আসছি।

পুজো হল, গান-বাজনা হল... কিন্তু আসল জিনিসটা কই? আরে মশাই, পেটে ছুঁচোয় ডন মারলে কি আর শিল্পের খিদে মেটে? আপনি বাঙালি তো? পুজোর তিন দিন ধরে প্রায় দু-হাজার লোকের পাত পেড়ে খাওয়ার ব্যবস্থা। লুচি, আলুর দম, পোলাও ,নান , চাটনি, পায়েস, মিষ্টি... আহা! ভাবলেই জিভে জল চলে আসে।

আমাদের খাদ্যমন্ত্রীর এই সময় দম ফেলার ফুরসৎ থাকে না ! আর এই বিশাল কর্মযজ্ঞের টাকার হিসাব? আমাদের ট্রেজারার যেন এক কড়া হেডমাস্টার, একটা পয়সাও এদিক-ওদিক হওয়ার জো নেই। আর যাঁর কথা না বললেই নয়, আমাদের চেয়ারপার্সন। মহাযজ্ঞের প্রধান কর্তা। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার মতো তাঁর অবস্থা। প্যান্ডেল থেকে ভোগ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থেকে অতিথিদের আপ্যায়ন—সবদিকে তাঁর বাজপাখির মতো শ্যেনদৃষ্টি। তাঁর ছাতার তলাতেই আমরা এতটা নিশ্চিন্ত।

শেষে নিজের কথা। কতবার ফিরিয়ে দিয়েছি দায়িত্ব নেওয়ার অনুরোধ। মানে... ঠিক পারব তো? এত বড় কর্মযজ্ঞ... । কিন্তু এবার এক বন্ধুর আবদার আর ফেলতে পারলাম না। মনে হল, শুধু দর্শক হয়ে হাততালি দেওয়ার দিন শেষ। এবার কিছু করে দেখানোর পালা। এমন কিছু, যা আগে হয়নি। সেই ভাবনা থেকেই জন্ম নিল কিছু নতুন উদ্যোগ। আমরা চেয়েছিলাম ঐতিহ্য আর আধুনিকতার একটা মেলবন্ধন ঘটাতে। প্রযুক্তির হাত ধরে আমরা পৌঁছে গেলাম ভবিষ্যতের অঙ্গনে; আমাদের এবারের পত্রিকা 'আগমনী'-র প্রচ্ছদটি তৈরি হল AI-এর জাদুতে, যা দেখে সবাই মুগ্ধ! সম্পাদকীয় থাকল দুই ভাষাতেই- বাংলা এবং ইংলিশ এ কারণ আমাদের পত্রিকাটিতে দুটো ভাষাতেই লেখা থাকে। শুধু আমরাই বলব কেন? আমাদের পরের প্রজন্ম কী ভাবছে, তাদের কথাও তো শুনতে হবে! তাই তাদের হাতে মশাল তুলে দিতেই ছিল আমাদের বিশেষ 'ইয়ুথ এডিটোরিয়াল'। শিকড়কে সম্মান জানাতে আমরা এই আয়োজনের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানালাম BAGN-এর সেই প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের, যাঁরা এই প্রবাসে প্রথম স্বপ্নের বীজ পুঁতেছিলেন। লেখকদের সম্মান জানাতে শুধু ছাপার অক্ষরে নাম নয়, পাঠালাম আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে ইমেল। আর আমাদের এই ভালোবাসার আয়োজনকে শুধু নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে, পেশাদারিত্বের ছোঁয়ায় ছড়িয়ে দিলাম দেশে-বিদেশে।

এই ছোট ছোট উদ্যোগগুলোই যেন আমাদের পুজোর ক্যানভাসে নতুন নতুন রং যোগ করল। কারণ লক্ষ্য যখন থাকে অতীতের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও সম্মান প্রদর্শন এবং ভবিষ্যতের কথা ভেবে পরবর্তী প্রজন্মকে এগিয়ে নিয়ে আসা, তখন উদ্দেশ্যটা এত মহৎ হয়ে যায় যে তার সাথে সবাই এমনিতেই জুড়ে যায়। মা দুর্গার কাছে শুধু একটাই প্রার্থনা—এই যে ভালোবাসার বাগান আমরা সবাই মিলে তৈরি করেছি, তার জন্য যেন দুটো নতুন ফুলের চারা পুঁতে রেখে যেতে পারি। যেন বলতে পারি, এই প্রবাসে আমরাও একটা ছোট্ট বাংলা গড়ে তুলেছিলাম। যেমন আমরা বলি- "A home away from home", আমাদের Bengali Association Of Greater Nashville (BAGN).

গল্প

# দেবী

শালিনী মিত্র

"মা দ্যাখো গডেস কালীর হাতে কত ওয়েপেন! ওসব দিয়ে কি হয় মা?" - অবাক গলায় বলল তিন্নি।

তার কথার উত্তরে সুদীপ্তা জানাল -"ওগুলো দিয়েই তো মা দুষ্টু লোকেদের শায়েস্তা করে.... এই ঘ্যাচাং করে মুন্ডুটা কেটে দেন... !"

তিন্নি -"ও মা...! "

সাত সকালে মন্দিরে এসেছে সুদীপ্তা সঙ্গে ওর মেয়ে তিন্নি। আজ তিন্নির পঞ্চম জন্মবার্ষিকী, তাই কালী মায়ের কাছে মেয়ের দীর্ঘায়ু কামনার উদ্দেশ্যেই ওর এখানে আসা। লালপাড় সাদা গরদের শাড়িতে সুদীপ্তাকে যেন দেবী প্রতিমার মতোই দেখাচ্ছে। তিন্নির পড়নে একটা পিঙ্ক ফ্রক। এমনিতেই ওকে বড্ড মিষ্টি দেখতে তবে আজ ওর যেন অন্য লাবণ্য প্রকাশ পাচ্ছে। ফুল, বেলপাতা, চন্দন সহ ষোড়শপচারে মায়ের আরাধনায় মগ্ন সুদীপ্তা। তার দেখাদেখি তিন্নিও ঠাকুর প্রণাম করছিল। পুজো শেষে চোখ খুলতেই যেন আকাশ ভেঙে পড়ল সুদীপ্তার মাথার উপর!.... তিন্নি কোত্থাও নেই! কোথায় গেল মেয়েটা?

ইতিমধ্যে মন্দির চত্বরে বিপুল পরিমাণ জনসমাগম হয়ে গেছে। সবার মনেই একটা চাপা উদ্বেগ কাজ করছে। ভিড়ের মধ্যে থেকে কেউ কেউ বলেই বসল -"চারিদিকে যা চোর-ছ্যাঁচড়ের উপদ্রব... আবার মেয়েটা শুনেছি গা ভর্তি গয়না পড়েছিল... কেউ মনে হয় গয়নার লোভে চুরি করে পালিয়েছে! "

ক্ষণিকের মধ্যে সমস্ত জগৎটা অন্ধকার হয়ে গেল সুদীপ্তার। মা কালীর কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করতে থাকে ও যেভাবেই হোক তিন্নিকে ফিরিয়ে দেবার জন্য। গয়নাগাটি চাইনা ওর শুধু মেয়েটা যেন ফিরে আসে ওর কোলে...।

হঠাৎ এক মাঝবয়সী খর্বাকার, জীর্ণ শীর্ণ মহিলা ভিড় ঠেলে ধীর পায়ে এগিয়ে এল। সবাই দেখল ওর হাতটা শক্ত করে ধরে আছে তিন্নি। দেখামাত্র সমবেত জনতা ঐ মহিলাটিকে ছেলেধরা সন্দেহ করে মারতে উদ্যত হয়। মারমুখী জনগণের রোষে মহিলার মাথা ফেটে গিয়ে দরদর করে রক্ত পড়তে লাগল। সুদীপ্তা দৌড়ে তার দিকে এগিয়ে এসে নিজের শাড়ির আঁচল ছিড়ে ওর মাথায় বেঁধে দিল। তারপর ওকে জিজ্ঞাসা করল -"কে তুমি? আর আমার মেয়েকেই বা কোথায় পেলে?"

মহিলাটি ইতস্ততভাবে উত্তর দিল -"মা, মুর নাম সরলা; ই মন্দিরটোতে ভিক্ষা করে মরদ আর বেটির ভাতের জুগানটো দিই.... আজ সক্কালে দিখিখ মোর মরদ ই বাচ্ছাটোরে ইনে বলে যে ইরে বেচলে লাকি অন্নেক টাকাটো মিলবেক, মুদের আর কোনো অভাব টো থাকবেক লা। "

সুদীপ্তা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর সবাইকে অবাক করে দিয়ে বেশ শান্ত গলায় বলল -"তাহলে বিক্রি করলে না কেন আমার মেয়েটাকে?"

সরলা অবশ্য বিচলিত হল না এই কথায়। সে আগের মতোই নম্রভাবে জানাল-"মা, তুর বেটিরে বেচে দিলে মুদের হয়ত আর অভাবটো থাকতো লা। তয় উর জীবনটো যে নকর হয়ে যিতো রে.... জানিস মা লোভ বড় মন্দ জিনিস, যে ইর ফান্দে পড়ে সে সব খোয়ায় তবু লোভ শেষ হয় লা। আজ মুর মরদ তুর বেটিরে বেচবে কাল যে নিজের বেটিরে বেচবে না, তা কি সত্যি করে কইতে পারিস? মুরা ভিখারী তয় মানুষ ...মানুষ হৈয়ে মানুষের ইত্তো বড় ক্ষতি কিমন করে করি বুল তো!"

চোখের জল আর বাঁধ মানল না সুদীপ্তার। অঝোরে কাঁদতে কাঁদতে তিন্নিকে বুকে জড়িয়ে ধরল ও। তারপর নিজেকে একটু শান্ত করে তাকে বলল -"প্রণাম করো সরলা মা'কে। উনি যে প্রকৃত দেবী, মাতৃশক্তির চিন্ময়ী রূপ! তোমার গডেস কালী... কিন্তু ওয়েপেন ছাড়া...."

তারপর নিজের দুটো গয়না খুলে সরলার হাতে দিতে গিয়ে তাকে ইতস্তত বোধ করতে দেখে বলল -"এই গয়নাটুকু নাও সরলা অন্তত তোমার মেয়ের ভবিষ্যতের জন্য।"

ভিড়ের মাঝে বেশকিছু গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। কেউ কেউ বলছে - "দ্যাখো কান্ড! এমন চোর-ছ্যাঁচড়ের হাতে কেউ গয়না তুলে দেয়! ওকে তো পুলিশে দেওয়া উচিত।"

আবার কাউকে বলতে শোনা গেল -"ঐ বড়লোকেদের খেয়াল... কখন কী করে, কে বলতে পারে!"

-"...হ্যাঁ তা যা বলেছো.! আমাদের আর কি ..."

এবার সরলা গুটিগুটি পায়ে সুদীপ্তার দিকে এগিয়ে এল। সুদীপ্তার হাতের গয়নাগুলোর দিকে ভ্রুক্ষেপটুকু না করে সরলা হাত জোড় করে দেবীর উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে বলল- "ভগবান সক্কলকার মঙ্গলটো করুক..."

এরপর সহসা ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেল। ততক্ষণে সব কোলাহল বন্ধ হয়েছে। সবার মুখ লজ্জাবনত, হয়ত তারা ঐ ভিখারিনীর মধ্যে লুকিয়ে থাকা দেবীসত্ত্বাকে খুঁজে পেয়েছে।

# মহালয়ায় উত্তালের অন্তরঙ্গ নাট্যোৎসব

প্রতিবারের মতো এবারও মহালয়ার সন্ধ্যায় জমজমাট শিলিগুড়ির 'উত্তাল' আয়োজিত নাট্য সন্ধ্যা - 'অন্তরঙ্গ নাট্য সমারোহ ২০২৫'। শিলিগুড়ির বিশিষ্ট অভিনেতা ও নাট্য সংগঠক প্রদীপ লাহিড়ীর অকালপ্রয়াণ উত্তাল তথা শহরের নাট্যচর্চাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। কাজের মধ্যে দিয়ে তাঁর স্মরণে উত্তাল প্রতি বছর মহালয়ায় সন্ধ্যায় শহরের একঝাঁক নাট্যপ্রেমীর উপস্থিতিতে আয়োজন করে চলেছে এই বিশেষ নাট্যোৎসবের। তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়ে এই অনুষ্ঠানের এবারে এগারো বছর। এই সন্ধ্যায় শিলিগুড়ির 'বনমালা', 'সৃজনসেনা', 'উত্তাল', জলপাইগুড়ির 'রূপায়ণ' ও কোচবিহারের 'অগ্নি নাট্য সংস্থা' মিলিয়ে মোট পাঁচটি নাট্যদল অংশগ্রহণ করে। নাট্যের পাশাপাশি শহরের দুই বিশিষ্ট নাট্যজন মঞ্জু দাস ও গৌতম চক্রবর্তীকে নাট্যজগতে তাঁদের বিশেষ অবদানের জন্য 'অমল চক্রবর্তী স্মারক সম্মান' প্রদান করা হয়।

## কবিতা

### শরৎ আর কাশ

প্রশান্ত মণ্ডল

শব্দদুটিতে কেমন চেনাগন্ধ লেগে থাকে বারোমাস
এবং দুটো শব্দই বোধ করি স্ত্রীলিঙ্গ!
একটি হারানো মায়ের কথা মনে করায়
আর অন্যনটি হারানো প্রেমিকার।

তাই বুঝি আর পালিয়ে বেড়াতে পারিনা আমি
শরৎ থেকে
মায়ের থেকে
কাশের থেকে
প্রেমিকার থেকে
প্রত্যোক বছরের স্মৃতিময় মুহূর্তগুলো থেকে
আর সর্বোপরি নিজের থেকে।

বরং বারবার গিয়ে আছড়ে পড়ি
দুর্গামায়ের চরণতলে...

### আলো ও উৎসব

তন্ময় দেব

পাঁচ ঋতুর ক্লান্তি এসে ঘুচে যায় শরতে
পুনর্জন্ম হয় পৃথিবীর
যে মহিষাসুর বাস করে অন্তরে আমার,
তাকে সমর্পণ করি দেবীর পায়ে
ত্রিশূলের সম্মুখে এগিয়ে দিই বুক।
কাশবনে ঢেকে যায় সকল ক্ষতস্থান
আশ্বিন, গ্রহণ করো আমায়।
তোমার নীলাকাশে ধ্রুবতারা করে রাখো
চাইলেই যেন ছুঁতে পারি তুলোর মতো মেঘ
শরৎ, বাঁচিয়ে রাখো আমায়।
তীব্র আঁধার সরিয়ে দেবী মর্ত্যে আসার
আগ অবধি
পাঁচ ঋতু জুড়ে যেন পথযাত্রীদের
সত্যের পথ চিনিয়ে পৌঁছে দিতে পারি
তোমার কাছে।

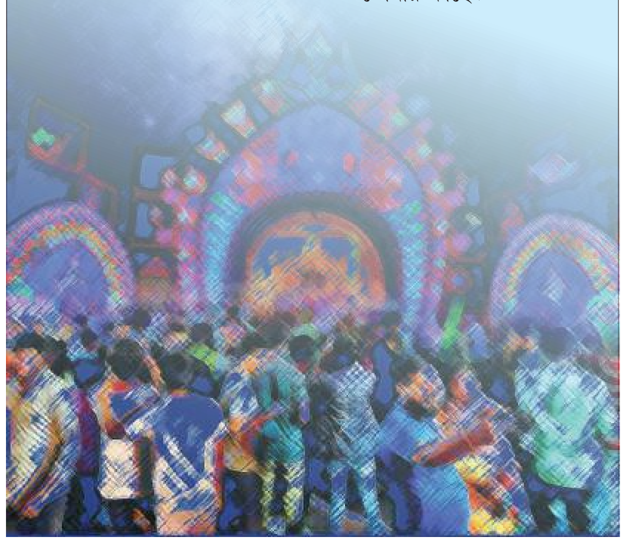

# শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাবের ৫৩ তম দুর্গাপুজোয় নতুন চমক

**কলকাতা:** দুর্গাপূজা বাঙালি সংস্কৃতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান, যা 'মা দুর্গা'কে স্বাগত জানায় এবং আনন্দ, শ্রদ্ধা এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের একটি সময়। এটি ভারত এবং বিশ্বব্যাপী, বিশেষ করে বাঙালি এবং কলকাতার মানুষরা উদযাপন করে।

সেনকো গোল্ড লিমিটেডের একটি উদ্যোগ, SENNES, শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাবে তাদের ল্যাব-গ্রাউন ডায়মন্ডস জুয়েলারি পরিসর প্রদর্শন করবে, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বামী নারায়ণ মন্দিরের একটি প্রতিরূপ।

SENNES কেবল একটি ব্র্যান্ড নয়, এটি জীবনের সেরা জিনিসগুলির উদযাপন। ব্র্যান্ডটি বিলাসিতা মান উন্নত করার প্রতিশ্রুতি দেয় এবং এমন একটি সংগ্রহ অফার করে যা সৌন্দর্য,

উজ্জ্বলতা এবং কারুশিল্পের উৎকর্ষতা প্রতিফলিত করে যা সেনকো হাউসকে সংজ্ঞায়িত করে।

জৈতা সেন (পরিচালক, SENNES ফ্যাশন লিমিটেড) বলেন, SENNES হল কালজয়ী নকশার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি — যেখানে ভারতের সমৃদ্ধ কারুশিল্পের ঐতিহ্য আধুনিক বিলাসিতায় পরিশীলিত ভাষার সাথে মিলিত হয়। SENNES শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাব দুর্গা পুজোর প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং গর্ব প্রকাশ করে তাদের ল্যাব-উৎপাদিত হীরার গয়না মা দুর্গার কাছে অর্পণ করার জন্য, যা শক্তি, করুণা এবং ঐশ্বরিক নকশার প্রতীক।

শুভঙ্কর সেন, (পরিচালক, SENNES ফ্যাশন লিমিটেড) বলেন, আমরা এই বছরের দুর্গাপুজো উদযাপনের জন্য শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাবের সাথে আমাদের সহযোগিতা ঘোষণা করতে পেরে গর্বিত। আমরা সম্মানিত যে এই বছর SENNES ল্যাবে উৎপাদিত হীরার গয়নাতে মা দুর্গাকে অলংকৃত করা হবে - শক্তি, সৌন্দর্য এবং প্রগতিশীল ঐতিহ্যের প্রকৃত প্রতীক।

# শুভ মহা লাইফ ইন্স্যুরেন্স চালু করল টাটা এআইএ

**শিলিগুড়ি:** টাটা এআইএ লাইফ ইন্স্যুরেন্স শুভ মহা লাইফ চালু করেছে, যা জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে আর্থিক চাহিদা মেটাতে তৈরি একটি সম্পূর্ণ জীবন সঞ্চয় পরিকল্পনা প্রদান করবে। এই পরিকল্পনাটি বোঁচে আয়ের বছরগুলিতে হাই লাইফ কভারেজ প্রদান করে। অবসরকালীন হ্রাসপ্রাপ্ত কভারেজ প্রদান করে। এই বীমার করমুক্ত পরিকল্পনা অবসরে আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেয়।

দীর্ঘমেয়াদী ও গুরুতর অসুস্থতায় সুরক্ষা প্রদান করে। এই পরিকল্পনাটির চারটি প্যাকেজ রয়েছে। যেখানে অবসরকালীন আয়, বিলম্বিত আয় এবং এককালীন অর্থ প্রদানের বিকল্প থাকছে। এটি প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং টেলিকনসালটেশনের জন্য টাটা এআইএ হেলথ বাডির সুবিধাও দেয়।

# শ্যাম স্টিল নিয়ে এসেছে ম্যাকাও পেইন্টস

**মুম্বাই:** ভারতের অন্যতম বিশ্বস্ত ইস্পাত ব্র্যান্ড, তাদের প্রাণবন্ত নতুন ব্র্যান্ড - ম্যাকাও পেইন্টস-এর মাধ্যমে সাজসজ্জার রঙ শিল্পে প্রবেশের ঘোষণা করেছে। যুবসম্ভাবনা এবং তারকা শক্তি যোগ করতে, সুপারস্টার কার্তিক আরিয়ানকে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে নিযুক্ত করেছে।

"ম্যাকাও কে রঙ, ম্যাজিক কে সাং" এই দর্শনের উপর ভিত্তি করে তৈরি ম্যাকাও পেইন্টস, ভারত জুড়ে প্রতিটি বাড়িতে সাহসী, প্রাণবন্ত এবং প্রিমিয়াম রঙ সরবরাহ করার প্রতিশ্রুতি দেয়।

ইস্পাত কোম্পানি শ্যাম স্টিল, ম্যাকাও পেইন্টস চালু করার মাধ্যমে রঙে তার উপস্থিতি প্রসারিত করেছে, যার লক্ষ্য ভারতীয় পরিবারের জন্য একই স্তরের আস্থা এবং ধারাবাহিকতা বজায় রাখা। এটি "ইস্পাতের শক্তি থেকে রঙের জাদুতে" একটি যাত্রা।

কোম্পানিটি দুর্গাপূজা উৎসবের সাথে মিল রেখে নবরাত্রির শুভ দিনে পশ্চিমবঙ্গে ম্যাকাও পেইন্টস চালু করেছে। দুর্গাপূজা প্যান্ডেলগুলিতে এই প্রাণবন্ত ব্র্যান্ডটি উন্মোচন করা হয়েছে।

কার্তিক আরিয়ান বলেন, "আমি শ্যাম স্টিলের ম্যাকাও পেইন্টসের সাথে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে যুক্ত হতে পেরে আনন্দিত। রঙ যেমন আমাদের জীবনে আনন্দ এবং প্রাণবন্ততা নিয়ে আসে, তেমনি ম্যাকাও পেইন্টস প্রতিটি বাড়িতে সতেজতা এবং জাদু নিয়ে আসে।"

বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড এবং উত্তর প্রদেশে শক্তিশালী অবস্থান তৈরির পর, ম্যাকাও পেইন্টস এখন বাংলায় গতিশীলভাবে প্রবেশ করছে।

# 'ফটোকপি নেহি, অরিজিনাল দেখো' বার্তার সাথে নতুন ক্যাম্পেইন লঞ্চ ভি-জন-এর

**কলকাতা:** ভারতের শীর্ষ শেভিং ক্রিম ব্র্যান্ড ভি-জন, রণবীর কাপুরকে নিয়ে তাদের একটি নতুন সমন্বিত প্রচারণা চালু করেছে, যার মূল বার্তা হল "ফটোকপি নেহি, অরিজিনাল দেখো"। এই শক্তিশালী ধারণার উপর ভিত্তি করে প্রচারণাটি গ্রুমিং সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করেছে, যার অর্থ হল অনুকরণ নয়, বরং সত্যতার সাথে নিজের ব্যক্তিত্বকে তুলে ধরা। পাশাপাশি, প্রচারণাটি ব্র্যান্ডের "গ্রুমিং ইন্ডিয়া" এর ছয় দশকের ঐতিহ্য বজায় রেখেপরবর্তী প্রজন্মের জন্য প্রাসঙ্গিক থাকার লক্ষ্যকে প্রতিফলিত করে।

ভারতীয় পরিবারগুলিতে একটি বিশ্বস্ত ব্র্যান্ড, ভি-জন, যা আত্মবিশ্বাসী ভারতীয় পুরুষদের আকাঙ্ক্ষার ওপর ভিত্তি করে, অন্যদের অনুকরণ করার পরিবর্তে তাদের

নিজেদের চেহারা এবং অনুভূতির মাধ্যমে তাদের আসল সত্যতাকে প্রকাশ করতে চায়।

প্রচারণা সম্পর্কে বলতে গিয়ে, মেগাস্টার রণবীর কাপুর বলেন, "বর্তমান প্রজন্ম নিজেকে অন্যকারোর ফটোকপি হিসেবে না রেখে নিজেকে আলাদাভাবে তুলে ধরতে চায়। তাই, ভি-জনও তরুণ প্রজন্মকে নিজেদের পরিচয়কে তুলে ধরার সুযোগ করে দিয়েছে, এটি আসলেই একটি শক্তিশালী ধারণা, যা আমার সত্যিই ভালো লেগেছে।"

হাভাস ক্রিয়েটিভ ইন্ডিয়া এবং ডেন্টসু মিডিয়ার সহযোগিতায় পরিচালিত ভি-জন ক্যাম্পেইনটি বিভিন্ন মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে ব্র্যান্ডের মূল প্রস্তাবনাকে প্রচার করবে। বার্তাটি কেবল একটি শেভিং ব্র্যান্ড হিসেবে নয় বরং একটি আত্মবিশ্বাসী হিসেবে তুলে ধরে, পুরুষদের তাদের আসল পরিচয় প্রকাশ করতে উৎসাহিত করে। Link: https://www.youtube.com/watch?v=ntJprDobQaE

# কেএফসি নিয়ে এল পুজোর হুল্লোর মেনু

**শিলিগুড়ি:** পুজোর মরশুম চলে এসেছে। আনন্দ ও মজার পাশাপাশি একটা প্রশ্ন চারিদিকে ঘুরছে "কবে, কোথায়, কী খাবো?" সেই সব প্রশ্নের উত্তর নিয়ে চলে এল কেএফসি, সঙ্গে তাদের পুজোর হুল্লোর মেনু। এবছর ৫ অক্টোবর পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে ভক্তরা ৩৩% পর্যন্ত সাশ্রয় করতে পারবেন। সঙ্গে থাকবে পুজোর আরও বিশেষ কিছু অফার।

১৯৯ টাকা থেকে শুরু হওয়া পুজোর হুল্লোর মেনুতে থাকছে হট অ্যান্ড ক্রিস্পি চিকেন, হট উইংস, বোনলেস চিকেন স্ট্রিপস, চিকেন পপকর্ন এবং আরও অনেক কিছু।

উৎসবের আমেজকে বাড়িয়ে তুলতে, কেএফসি তার সীমিত সংস্করণের পুজোর উপহার নিয়ে চলে এসেছে। ঢাকের শব্দ থেকে শুরু করে উৎসবের সেরা পোশাকের ভিড়ে, বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারের সদস্য নিয়ে ইতিমধ্যেই অনেকে সুস্বাদু খাবার উপভোগ করতে কেএফসিতে পৌঁছে গিয়েছেন।

# একাধিক নতুন লঞ্চ সহ লাইভ হয়েছে মিন্ত্রা বিএফএফ

**শিলিগুড়ি:** মিন্ত্রা বিগ ফ্যাশন ফেস্টিভ্যাল (বিএফএফ) ইতিমধ্যেই লাইভ হয়েছে। এবছর আন্তর্জাতিক, দেশীয় এবং ডি-টু-সি ব্র্যান্ড সহ ১৫,০০০ ব্র্যান্ডের ৪০ লক্ষেরও বেশি স্টাইলের পোশাক পাওয়া যাচ্ছে। এই উৎসবে এবার থাকছে ইভাস X মালাইকা আরোরা এবং ছাপ X আদা সর্মা-র মতো সেলিব্রিটি পোশাকের সম্ভার। নতুন লঞ্চে থাকছে স্টার্টার, লেভি'স X আলিয়া ভাট, ক্রক্স মিয়ামি বে, এবং পিউমা X লেভি'স। পিউমা স্পিডক্যাট এবং নিউ ব্যালেন্স ৫৩০ সহ ২০০০ টিরও বেশি ব্র্যান্ড এবার মিন্ত্রায় পাওয়া যাচ্ছে।

বিউটি প্রোডাক্টের মধ্যে ইউসেরিন, মল্টেন বিউটি, এবং ইন্ডি ওয়াইল্ড-এর মতো একাধিক কোম্পানির পণ্য বিখ্যাত। এছাড়া, এম নাও-এর বিশেষ অফারে নির্বাচিত শহরে ৩০ মিনিটের মধ্যে হাইপার-স্পিড ডেলিভারির ব্যাবস্থা করা হয়েছে। ব্যাঙ্ক অফার এবং মিন্ত্রা ইনসাইডার-এর সঙ্গে পেয়ে যান বিশেষ সুবিধা, হোক অতিরিক্ত সঞ্চয়।

# মোটোরোলার ফেস্টিভ অফার

**শিলিগুড়ি:** ফ্লিপকার্ট-এর বিগ বিলিয়ন ডেইজ-এ মোটোরোলা চলে এল তার ফেস্টিভ অফার নিয়ে। স্মার্টফোনের রেঞ্জে অপরাজেয় ডিল অফার করছে, যার মধ্যে রয়েছে মোটোরোলা এজ সিক্সটি প্রো। দাম শুরু হচ্ছে ২৪৯৯৯ টাকা থেকে। ১৯৯৯৯ টাকা থেকে শুরু হবে মোটোরোলা এজ ৬০ ফিউশন। এতে থাকছে ট্রু কালার সনি লিটিয়া ৭০০সি ক্যামেরা।

মোটোরোলা জি ৯৬ ফাইভ জি ফোন পাওয়া যাবে মাত্র ১৪৯৯৯ টাকায়। ১.৫কে পোলেড ফ্ল্যাট ডিসপ্লে ও ৬৭২০ এমএএইচ ব্যাটারির সঙ্গে মাত্র ১৫৯৯৯ টাকায় পাওয়া যাবে মোটো জি ৮৬ পাওয়ার ফোন। এছাড়া, মোটোরোলা রেজার ৬০ ফোনের দাম শুরু হবে ৩৯৯৯৯ টাকা থেকে। এছাড়াও ইকোসিস্টেমের ইয়ারবাড, ল্যাপটপ এবং ট্যাবলেট-এও অফার থাকছে।

# উৎসবের আমেজকে বাড়িয়ে তুলুন তানেইরা-এর মিয়ারার সাথে

**শিলিগুড়ি:** টাটা হাউসের মহিলাদের জাতিগত পোশাকের ব্র্যান্ড, তানেইরা, এই উৎসবে আজকের মহিলাদেরকে আরও উজ্জ্বল করে তুলতে নতুন সংগ্রহ "মিয়ারা: হাতে তৈরি, শুদ্ধতায় রুটেড" লঞ্চ করেছে। এতে রয়েছে সমসাময়িক নকশা এবং ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্পের মিশ্রণ, যেখানে বিভিন্ন বয়ন ঐতিহ্যের সিল্ক এবং সুতি কাপড় ব্যবহার করা হয়েছে।

তানেরাইরার সর্বশেষ প্রচারণা, 'বিশুদ্ধ ভালোবাসার উপহার', শাড়ির সাথে ভালোবাসার চিরন্তন মেলবন্ধনকে তুলে ধরে। প্রচারণাটি জোর দেয় যে শাড়ি উপহার দেওয়ার অর্থ হল ভালোবাসাকে আবেগের মতো বিরল এবং অমূল্য কিছু দিয়ে সম্মান জানানো। কারণ, এটি কেবল দেখা যায় না বরং অনুভব করা যায়।

একইভাবে, আগরতলার চৌমুহনীর তানেইরা শোরুমে উপহার বা ট্রেজারির জন্য মিয়ারা ₹৬,৪৯৯ থেকে শুরু হচ্ছে, যা হাতে বোনা শাড়ি অফার করে।

কোম্পানিটি, ১০,০০০ টাকা বা তার বেশি মূল্যের কেনাকাটায় গিফট ভাউচার এবং সোনার কয়েনের সাথে বিশেষ উৎসব অফারও দিচ্ছে। গ্রাহকরা প্রতিটি কেনাকাটায় ১,০০০ টাকা ভাউচার পাবেন এবং যারা ৫০,০০০ টাকা বা তার বেশি খরচ করবেন তারা ০.২ গ্রাম তানিষ্ক সোনার কয়েন পাবেন। অফারটি ২০ অক্টোবর, ২০২৫ পর্যন্ত বৈধ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রেখে তানেইরার সিইও মিঃ অম্বুজ নারায়ণ বলেন, "এই উৎসবের মরশুমে, আমরা বহুমুখী পোশাকের মাধ্যমে কল্পনা এবং ঐতিহ্যকে একত্রিত করে মিয়ারাকে উন্মোচন করেছি। কারণ, আমরা বিশ্বাস করি যে একটি শাড়ি কেবল পরাই হয় না, বরং এটি অভিজ্ঞতার মাধ্যমে উপলব্ধি করা হয়।"

# জিএসটি ২.০ লাঘু, ২ লক্ষের নীচে নামল ক্লাসিক লেজেন্ডস জাওয়া এবং ইয়েজদি মোটরসাইকেল

**শিলিগুড়ি:** ক্লাসিক লেজেন্ডস তাদের জাওয়া এবং ইয়েজদি মোটরসাইকেলের নতুন দাম ঘোষণা করেছে। জিএসটি ২.০ সংস্কারের পর বেশিরভাগ মডেল এখন ২ লক্ষ টাকার নিচে পাওয়া যাচ্ছে। কোম্পানিটি গ্রাহকদের ১০০% করের সুবিধা দিয়েছে। ৩৫০ সিসির কম মোটরসাইকেলের জন্য ১৮% GST হার কমেছে। জাওয়া ইয়েজদি মোটরসাইকেলগুলিতে ২৯৩ সিসি এবং ৩৩৪ সিসি আলফা-২ লিকুইড-কুলড ইঞ্জিন রয়েছে, যার মধ্যে ২৯ পিএস এবং ৩০ এনএম টর্ক রয়েছে। ৪ বছর/৫০,০০০ কিলোমিটারের ওয়ারেন্টি পাওয়া যাচ্ছে। ভারত জুড়ে ৪৫০ টিরও বেশি বিক্রয় এবং পরিষেবা টাচপয়েন্ট চালু হয়েছে।

জাওয়া ৪২ সিরিজের নতুন দাম হয়েছে ১,৫৯,৪৩১ টাকা; জাওয়া ৩৫০ এর দাম ১,৮৩,৪০৭ টাকা; ৪২ বব্বার পাওয়া যাচ্ছে ১,৯৩,৭২৫ টাকায়। পেরাক-এর দাম নতুন দাম রাখা হয়েছে ১,৯৯,৭৭৫ টাকা। ইয়েজদি সিরিজের রোডস্টারের নতুন দাম ১,৯৩,৫৬৫ টাকা; অ্যাডভেঞ্চার পাওয়া যাচ্ছে ১,৯৮,১১১ টাকায়; স্ক্র্যাম্বলারের নতুন দাম ১,৯৫,৩৪৫ টাকা।

# টু-হুইলার বুকিং-এ দুর্দান্ত ছাড়! শুরু ফ্লিপকার্টের 'দ্য বিগ বিলিয়ন ডেজ'

**বেঙ্গালুরু:** ভারতের শীর্ষস্থানীয় ই-কমার্স মার্কেটপ্লেস ফ্লিপকার্ট তার বার্ষিক শপিং ফেস্টিভ্যাল 'দ্য বিগ বিলিয়ন ডেজ'-এর জন্য জোর প্রস্তুতি নিচ্ছে। এবারে উৎসবকে সামনে রেখে ফ্লিপকার্ট পেট্রোল এবং ইলেকট্রিক দুই ধরনের যানবাহনের বিস্তৃত পরিসর নিয়ে হাজির হয়েছে, যা ভারতের টু-হুইলার গাড়ির কেনাকাটার অভ্যাসে নতুন মাত্রা যোগ করবে। বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রস্তাব, সাশ্রয়ী মূল্য, গ্রাহকের আস্থা এবং সার্বক্ষণিক সহায়তা — এই চারটি দিককে গুরুত্ব দিয়ে ফ্লিপকার্ট এই সিজনে টু-হুইলার গাড়ির অন্যতম বিশ্বস্ত গন্তব্য হিসেবে নিজের অবস্থান আরও মজবুত করছে।

এই প্ল্যাটফর্মে যাত্রীদের জন্য বিস্তৃত পোর্টফোলিও, পারফরম্যান্স এবং প্রিমিয়াম বাইক থেকে শুরু করে সর্বাধিক বিক্রিত স্কুটার এবং ইলেকট্রিক টু-হুইলার গাড়ি রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে হিরো, টিভিএস, বাজাজ, সুজুকি, টিভিএস আইকিউব, চেতক, অ্যাথার, ভিডা, ওএলএ এবং অ্যাম্পিয়ার সহ বেশ কয়েকটি শীর্ষস্থানীয় ব্র্যান্ড। চলতি বছরের 'বিগ বিলিয়ন ডেজ' উপলক্ষ্যে, রয়েল এনফিল্ডের মোটরসাইকেলের নতুন লঞ্চের পাশাপাশি, জাওয়া ইয়েজদি, কেটিএম এবং ট্রায়াম্ফের মতো ব্র্যান্ডের বিভিন্ন প্রিমিয়াম বাইক অফারেও থাকছে আকর্ষণীয় বৈচিত্র্য।

সম্প্রতি, জিএসটি হার সংশোধনের ফলে (২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ থেকে কার্যকর) ৩৫০ সিসির কম টু-হুইলার গাড়ির উপর কর ২৮% থেকে কমিয়ে ১৮% ধার্য করার ফলে, এবার থেকে গ্রাহকরা তাদের ক্রয়ের সর্বোচ্চ মূল্য অর্জনের সুযোগ পাবেন। পাশাপাশি বিস্তৃত অন-রোড মূল্য নির্ধারণ, ডিজিটাল বীমা এবং অর্থায়ন বিকল্পগুলির মাধ্যমে, ফ্লিপকার্ট গ্রাহকদের একটি অবগত ক্রয় সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা প্রদান করছে। এছাড়াও, ২৪x৭ টু-হুইলার বিশেষজ্ঞ সহায়তা পরিষেবার মাধ্যমে গ্রাহকরা তাৎক্ষণিকভাবে তাদের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন, যা সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াকে আরও সহজ ও কার্যকর করে তুলছে। এর সাথে থাকছে ফ্লিপকার্ট অ্যাক্সিস ব্যাংক ও ফ্লিপকার্ট এসবিআই ক্রেডিট কার্ড থেকে ৪৮ মাস মেয়াদ পর্যন্ত ঋণের বিকল্প, ২৪ মাস পর্যন্ত বিনা খরচে ইএমআই এবং প্ল্যাটফর্ম ব্যাংক অফার।

# ফেস্টিভ ডিল নিয়ে হাজির শাওমি

**কলকাতা:** এই উৎসবের মরশুমে শাওমি ইন্ডিয়া দিচ্ছে স্মার্টফোন, টিভি, ট্যাবলেট এবং আরও অনেক পণ্যের উপর অতুলনীয় ছাড়। রেডমি নোট ১৪ প্রো + ফাইভজি এবং রেডমি ১৫-এর মতো মডেলে থাকছে ৪৫% পর্যন্ত ছাড়। সিনেম্যাগি কিউএলইডি সিরিজ সহ শাওমি-র কিউএলইডি টিভির সিরিজে থাকছে ৫৫% পর্যন্ত ছাড়। শাওমি প্যাড ৭ ও রেডমি প্যাড ২ ট্যাবলেটে ৬০% ছাড় থাকবে।

এছাড়া, পাওয়ারব্যাঙ্ক, ওয়ারেবলস এবং এয়ার পিউরিফায়ার এবং গ্রুমিং কিটের মতো বাড়ির প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের উপরেও বিশেষ ছাড় পাওয়া যাবে। কোনও খরচ ছাড়াই ইএমআই উপভোগ করুন এবং শূন্য ডাউন পেমেন্ট বিকল্প সহ নির্বাচিত ব্যাঙ্ক অফার এবং ইএমআই লেনদেনের মাধ্যমে ৫০০০ টাকা পর্যন্ত অতিরিক্ত সাশ্রয় করুন এই উৎসবের দিনে।

# বিশেষ অফার নিয়ে অ্যামাজন গ্রেট ইন্ডিয়ান ফেস্টিভ্যালে হাজির সেনহাইজার

**কলকাতা:** ২৩ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হওয়া অ্যামাজন গ্রেট ইন্ডিয়ান ফেস্টিভ্যাল সেল ২০২৫-এ বিশেষ অফারে পণ্য নিয়ে হাজির হয়েছে সেনহাইজার। নির্বাচিত সেনহাইজার পণ্য এক্সক্লুসিভ ডিসকাউন্ট পাওয়া যাচ্ছে, যার মধ্যে রয়েছে মাত্র ২৪,৯৯০ টাকায় উচ্চ-মানের অডিও ক্যাপচারের জন্য ক্রিয়েটরের মাল্টি-টুল (প্রোফাইল ওয়্যারলেস।

২০৯৯০ টাকার বিশেষ মূল্যে মোমেন্টাম ৪ ওয়্যারলেস কপার যা হল অ্যাডাপ্টিভ নয়েজ ক্যান্সেলেশন এবং ৬০ ঘন্টা পর্যন্ত ব্যাটারি লাইফ সহ প্রিমিয়াম হেডফোন। প্রোফাইল ইউএসবি মাইক্রোফোনে পাওয়া যাবে ৪০% ছাড় (পডকাস্টার এবং স্ট্রিমারদের জন্য প্লাগ-এন্ড-প্লে ইউএসবি-সি মাইক্রোফোন)। এছাড়াও, মোমেন্টাম ট্রু ওয়্যারলেস ৪ পাওয়া যাবে মাত্র ১৬,৯৯০ টাকায় (অ্যাডাপ্টিভ নয়েজ ক্যান্সেলেশন এবং ৩০ ঘন্টা পর্যন্ত ব্যাটারি লাইফ সহ ইয়ারবাড) এবং, এইচডি ৪৯০ প্রো প্লাস স্টুডিও হেডফোন বা অ্যাম্বিও মিনি সাউন্ডবারেও বিশেষ ছাড় পাওয়া যাবে। এছাড়াও নো কস্ট ইএমআই ও ব্যাঙ্ক অফার তো থাকছেই।

# ইকোলাইন এক্সিম লিমিটেডের ৭৬.৪২ কোটি টাকার আইপিও

**কলকাতা:** টেকসই প্যাকেজিং এবং প্রচারমূলক ব্যাগের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ কোম্পানি ইকোলাইন এক্সিম লিমিটেড, এনএসই এমার্জ প্ল্যাটফর্মে তাদের প্রাথমিক পাবলিক অফার (আইপিও) ঘোষণা করেছে।

আইপিওটি ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে খোলা হবে এবং ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে বন্ধ হবে, যার মূল্যসীমা ১৩৪ থেকে ১৪১ টাকা, প্রতিটি ১০ অভিহিত মূল্যের ইক্যুইটি শেয়ার।

পাবলিক ইস্যুতে ৪৩,৪০,০০০ ইক্যুইটি শেয়ারের একটি নতুন ইস্যু এবং প্রবর্তক বিক্রেতা শেয়ারহোল্ডারদের দ্বারা ১০,৮০,০০০ ইক্যুইটি শেয়ারের একটি অফার ফর সেল রয়েছে, যার মোট মূল্যসীমা ৭৬.৪২ কোটি টাকা।

এই ইস্যুটি হেম সিকিউরিটিজ লিমিটেড কর্তৃক বুক রানিং লিড ম্যানেজার হিসেবে এবং এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃক ইস্যুটির রেজিস্ট্রার হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে।

# স্টারবাক্স ইন্ডিয়ার 'আমার পুজো, আমার স্টারবাক্স' সীমিত সংস্করণ মেনু

**শিলিগুড়ি:** এই দুর্গা পুজোয়, স্টারবাক্স ইন্ডিয়া কলকাতা, গুয়াহাটি, শিলিগুড়ি, গ্যাংটক, ভুবনেশ্বর, জামশেদপুর, পাটনা এবং রাঁচির গ্রাহকদের তাদের প্রথম পুজো-অনুপ্রাণিত মেনুর মাধ্যমে উৎসব উদযাপনের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছে। "আমার পুজো, আমার স্টারবাক্স" হল একটি বিশেষভাবে তৈরি অভিজ্ঞতা যা পূর্ব ভারতের রন্ধনসম্পর্কীয় স্বাদ এবং স্টারবাক্সের সিগনেচার কফি দক্ষতাকে একত্রিত করে।

টাটা স্টারবাক্সের হেড অফ প্রোডাক্ট অ্যান্ড মার্কেটিং মিতালি মহেশ্বরী বলেন, "আমার পুজো, আমার স্টারবাক্স-এর মাধ্যমে, আমরা আনন্দের এই মুহূর্তগুলি উদযাপন করতে চাই এবং স্টারবাক্সকে প্রতিটি উদযাপনের অন্তর্নিহিত করে তুলতে চাই। উৎসবের মরশুমে, আমাদের স্টোরগুলি আপনার 'তৃতীয় স্থান' হয়ে ওঠে - একটি উষ্ণ, স্বাগতপূর্ণ স্থান যেখানে লোকেরা একত্রিত হয়, সংযোগ স্থাপন করে এবং স্মৃতি তৈরি করে।"

উদযাপনকে আরও সমৃদ্ধ করার জন্য, গ্রাহকরা দ্বিতীয় খাবারের উপর ৫০% ছাড় পেতে পারেন। সীমিত সময়ের মেনুটি ২০ সেপ্টেম্বর থেকে নির্বাচিত দোকানগুলিতে পাওয়া যাবে।

# 'গো ড্যাডি'র সুপার সেভিংস ক্যাম্পেইন

**কলকাতা:** এই নবরাত্রিতে, 'গো ড্যাডি', তাদের সেপ্টেম্বর সুপার সেভিংস ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে ভারতের ছোট ব্যবসাগুলোর জন্য নিয়ে এল ডিজিটাল জগতে প্রবেশ করার এক চমৎকার সুযোগ। এই উৎসবকালীন অফারের অংশ হিসেবে, নতুন গ্রাহকরা এক বছরের জন্য মাত্র ₹৯৯-এ নির্বাচিত ডোমেইন নাম রেজিস্টার করতে পারবেন।

২৩ থেকে ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত, গ্রাহকরা বিশেষ মূল্যে একটি .লাইভ ডোমেইন কিনতে পারবেন, যা তাদের উৎসবের মরশুমে অনলাইনে উপস্থিতি শুরু করার জন্য একটি দারুণ সুযোগ করে দেবে।

'গো ড্যাডি' এই উৎসবের মরশুমে ভারতীয় উদ্যোক্তাদের জন্য দিচ্ছে সাশ্রয়ী মূল্যে ডোমেইন অফার, যা তাদের পণ্য ও পরিষেবাকে অনলাইনে আরও দৃশ্যমান ও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে সহায়তা করবে। সেপ্টেম্বর মাসজুড়ে প্রতি সপ্তাহে নতুন নতুন টিএলডি (টপ-লেভেল ডোমেইন) চালু হওয়ায়, এই ক্যাম্পেইন ক্রেতাদের জন্য আরও বেশি পছন্দ ও মূল্যের সুবিধা নিয়ে আসছে। এই সীমিত সময়ের বিশেষ অফারটি শুধুমাত্র 'গো ড্যাডি'-এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে উপলব্ধ এবং ভারত জুড়ে নতুন গ্রাহকদের জন্য প্রযোজ্য।

# তিরন্দাজিতে রাজ্যসেরা চা বাগানের দুই ভাই বোন

নিজস্ব প্রতিবেদন

**ফালাকাটা:** ফালাকাটার কাদম্বিনী চা বাগান থেকে উঠে এল দুই প্রতিভা। এবছর ঝাড়গ্রাম রাজ্য স্কুল গেমসের তিরন্দাজি প্রতিযোগিতায় দুইটি ভিন্ন বিভাগে স্থান অর্জন করে অরূপ কুজুর ও অবন্তিকা কুজুর। দু'জনেই ফালাকাটার রাইচেঙ্গা বিদ্যা নিকেতনের পড়ুয়া। বোন এখনও সেই স্কুলের নবম শ্রেণিতে পড়ে। তবে তিরন্দাজির প্রশিক্ষণ নিতে দু'বছর আগেই ঝাড়গ্রামে পাড়ি দেয় অরূপ। অরূপ এখন ঝাড়গ্রামের স্কুলে পড়াশোনা করে।

এবছর, অনূর্ধ্ব-১৯ ছেলেদের বিভাগে রাজ্য চ্যাম্পিয়ন হয় অরূপ। একই প্রতিযোগিতায় অনূর্ধ্ব-১৭ বিভাগে রাজ্য স্তরে দ্বিতীয় হয় বোন অবন্তিকা। কাদম্বিনী চা বাগানের ঝংকার ক্লাবের মাঠে তাদের তিরন্দাজি প্র্যাকটিসের শুরু। ২৬ সেপ্টেম্বর শুক্রবার দুই ভাইবোন ট্রেনে চেপে ফালাকাটা স্টেশনে পৌঁছাতেই তাদের শুভেচ্ছা জানাতে স্টেশনে হাজির হন ক্লাব সদস্য সহ অনেকেই। রাইচেঙ্গা বিদ্যা নিকেতন হাইস্কুলের টিআইসি ধনঞ্জয় বর্মন ও আলিপুরদুয়ার জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া সংসদের সম্পাদক কৌশিক রায়ও তাদের শুভেচ্ছা জানান। অরূপ ও অবন্তিকা দু'জনেই জাতীয় স্তরে খেলার সুযোগ পেয়েছে।

## টেবিল টেনিসে চ্যাম্পিয়ন শীর্ষ, সায়োনিশা

নিজস্ব প্রতিবেদন

**শিলিগুড়ি:** ডেকাথলন শিলিগুড়ি এবং এসবিআইয়ের যৌথ উদ্যোগে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় পুরুষদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন শীর্ষ রায় পাটোয়ারি। রানার্স-আপ হয়েছেন অনীক মন্ডল। এই বিভাগের সেমিফাইনালিস্ট ইয়াকুব তামাং এবং অনীক দাস।

মহিলাদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন সায়োনিশা চাকী। রানার্স-আপের স্থান অধিকার করেছেন জেনিথ ঘোষ। সেমিফাইনালিস্ট ছিলেন তৃষা মিত্র এবং পল্লবী রায়।

## বক্সিংয়ে সেরা আলিপুরদুয়ার

নিজস্ব প্রতিবেদন

**আলিপুরদুয়ার:** সম্প্রতি হাওড়ায় অনুষ্ঠিত রাজ্য স্কুল গেমসের বক্সিং প্রতিযোগিতায় জয়জয়কার আলিপুরদুয়ারের। মোট ছটি পদক এই জেলার ঝুলিতে। ছেলেদের অনূর্দ্ধ -১৪, ৩২ কেজি বিভাগে সোনা জিতেছেন জেলার মণীশ রায়। ২৮ কেজি ও ৩৪ কেজি বিভাগে রুপো জিতেছেন যথাক্রমে বিশ্বজিৎ রায় এবং কুশান রায়। অন্যদিকে, অনূর্দ্ধ- ১৭ মেয়েদের বিভাগে ৫০-৫২ কেজির বিভাগে রূপো বাগিয়েছেন নীতা থাপা। ৫২-৫৪ কেজিতে মেয়েদের বিভাগে ব্রোঞ্জ জয় করেছেন নন্দিতা বর্মন, এবং অনূর্দ্ধ-১৭, ৫৬ কেজি, ছেলেদের বিভাগে ব্রোঞ্জ জয় করেছেন জয়দীপ রায়।

## জয়ী অয়ন

নিজস্ব প্রতিবেদন

**আলিপুরদুয়ার:** একটি নয়, ডুয়ার্স টেবিল টেনিস অ্যাকাডেমির একদিনের টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় দুইটি বিভাগে জয় পেয়েছে আলিপুরদুয়ারের অয়ন বণিক। ছেলেদের অনূর্ধ্ব-১৫ বিভাগে গতিক আগরওয়ালকে এবং অনূর্ধ্ব- ১৩ ফাইনালে খুশ আগরওয়ালকে হারায় অয়ন। অনূর্ধ্ব-১৩ মেয়েদের বিভাগে কনীনিকা সাহার বিরুদ্ধে খেলে জয় পায় সংস্কৃতা সাহা। অনূর্ধ্ব-১১ ছেলেদের বিভাগে নিশান্ত আগরওয়ালকে হারিয়ে জয়ী হয় হৃদরাজ দত্ত। অনূর্ধ্ব-১১ মেয়েদের সিঙ্গলসে জয়ী সম্পূর্ণা সাহা। ছেলেদের হোপ বিভাগে আরব ভদ্রকে হারিয়ে জয়ী জিয়ান সাহা।

## বাঘা যতীনের দৌড়ে দাপট রমজান, প্রিয়া ও প্রিন্সরাজের

নিজস্ব প্রতিবেদন

**শিলিগুড়ি:** সম্পন্ন হল বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাব আয়োজিত ৪১তম বর্ষের মহালয়া দৌড় প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় ৫ কিলোমিটার দৌড়ে পুরুষদের অনূর্ধ্ব-৩৫ বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন রমজান আলি। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেন কুলদীপ এবং বিশ্বাস মঙ্গর। মহিলাদের অনূর্ধ্ব-৩৫ বিভাগে প্রিয়া তামাং প্রথম, অনীশা মুন্ডা দ্বিতীয় এবং বন্দনা সুব্বা তৃতীয় স্থান লাভ করেন। বিভিন্ন বয়সভিত্তিক বিভাগে ৫ কিলোমিটার দৌড়ে বিজয়ীদের মধ্যে পুরুষদের ৩৫-৫০ বছর বিভাগে প্রথম দুলু সরকার, দ্বিতীয় প্রবেশ তামাং, ও তৃতীয় বীর বাহাদুর তামাং। পুরুষদের ৫০ বছর উর্ধ্বে, প্রথম কুশল দিওয়ান, দ্বিতীয় কর্মা শেরিং ভুটিয়া, ও তৃতীয় রোমোনুস গুড়িয়া। মহিলাদের ৩৫ উর্ধ্ব বিভাগীয় দৌড়ে প্রথম অনুরাধা গুরুং, দ্বিতীয় শান্তি রাই, ও তৃতীয় পিঙ্কি লেপচা। ১০ কিলোমিটার দৌড়ে পুরুষদের অনূর্ধ্ব-৩৫ বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন প্রিন্সরাজ যাদব। দ্বিতীয় হন বিকাশ ভুজেল এবং তৃতীয় কুলদীপ মৌর্য। মহিলাদের অনূর্ধ্ব-৩৫ বিভাগে অনামিকা দেবী চ্যাম্পিয়ন হন, আকাঙ্খা সিং দ্বিতীয় এবং পূর্ণিমা রাজভর তৃতীয় হন।

অন্যান্য বিভাগে ১০ কিমি দৌড়ে শীর্ষ স্থানাধিকারীরা হলেন, পুরুষদের ৩৫-৫০ বছর বিভাগে প্রথম সুদীন মন্ডল, দ্বিতীয় দিলীপ রাই, ও তৃতীয় সজন সারাংশ লামা। পুরুষদের ৫০ বছর উর্ধ্বে প্রথম সমীর কোলিয়া, দ্বিতীয় দীপক সিংহ, ও তৃতীয় রুদ্রেশ্বর ডেকা। মহিলাদের ৩৫ উর্ধ্ব বিভাগে প্রথম সরস্বতী রাই, দ্বিতীয় সুস্মিতা রাই, ও তৃতীয় প্রতিমা রাই।

এই দৌড় প্রতিযোগিতার শুভ সূচনা এবং বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন টলিউড অভিনেত্রী কৌশানি মুখোপাধ্যায় ও প্রাক্তন ক্রিকেটার সদানন্দ বিশ্বনাথ।

## বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিবেদন

**জলপাইগুড়ি:** সম্প্রতি জলপাইগুড়ির সেন্টপল স্কুলে অনুষ্ঠিত হল খেলো ইন্ডিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে আয়োজিত 'অ্যাচিভিং স্পোর্টস মাইলস্টোন বাই ইন্সপায়ারিং উওম্যান (অস্মিতা)' প্রকল্পের অন্তর্গত বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা। ভারতের বাস্কেটবল ফেডারেশন, পশ্চিমবঙ্গ বাস্কেটবল সংস্থা এবং জলপাইগুড়ি জেলা বাস্কেটবল সংস্থা যৌথভাবে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করে।

এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হল দেশে মেয়েদের মধ্যে ক্রীড়ার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি এবং মেয়েদের খেলাধুলায় উৎসাহিত করা। এই প্রতিযোগিতায় পাঁচটি দলের ৪৮ জন মেয়ে খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করে।

খেলায় চ্যাম্পিয়ন হয় জলপাইগুড়ির টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ অফ পাবলিক স্কুল, আর রানার্স-আপ শিলিগুড়ির সেভেন স্টার দল। সেরা খেলোয়াড়ের খেতাব পান শিলিগুড়ির অর্কিড একাডেমির সভ্যা অগরওয়াল। সর্বোচ্চ পয়েন্ট সংগ্রহ করে সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার জিতে নেন টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ অফ পাবলিক স্কুলের মার্টিনা কুজুর।

প্রয়াত অবনী

শিলিগুড়ি : প্রয়াত শিলিগুড়ির বিখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় অবনী সরকার (৮৬)। এককালে জাতীয় পর্যায়ে রেফারিং করেছিলেন তিনি। শেষে শিলিগুড়ি ভেন্টেরান্স প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের সহ সভাপতিও হয়েছিলেন। সেই কাজ থেকেও অনেকদিন হল অবসর নিয়েছিলেন। রেখে গেলেন তাঁর এক ছেলে ও মেয়েকে। জানা গিয়েছে, চলে যাওয়ার সময় তিনি বারাউনিতে ছেলের বাড়িতে ছিলেন।

## জয়ী শিলিগুড়ি

নিজস্ব প্রতিবেদন

**চ্যাংরাবান্ধা:** গত ২১ সেপ্টেম্বর রবিবার খেতাবেচো নেহরু পাঠাগার ও ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত মহিলাদের প্রীতি ফুটবল ম্যাচে শিলিগুড়ি উইমেন্স অ্যাকাডেমি ১-০ গোলে পরাজিত করল কোচবিহার গার্লস সেভেন স্টার্স দলকে। ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় শিলিগুড়ির ঝর্ণা ছেত্রী।

## চ্যাম্পিয়ন নবাঙ্কুর

নিজস্ব প্রতিবেদন

**শিলিগুড়ি:** গত ২২ সেপ্টেম্বর সোমবার পাতিকলোনি স্পোর্টিং ক্লাবের মাঠে একদিনের ফুটবল আয়োজিত হয়। যুবক বৃন্দ ক্লাবের বিরুদ্ধে খেলায় চ্যাম্পিয়ন হয় নবাঙ্কুর সংঘ। চ্যাম্পিয়নদের ট্রফি ও ৩০ হাজার টাকা দেওয়া হয়। সঙ্গে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী টিমকে দেওয়া হয় ২০ হাজার টাকা।

## চ্যাম্পিয়ন মুনিয়াগছ

নিজস্ব প্রতিবেদন

**চোপড়া:** সম্প্রতি মাধোভিটা ও কংগ্রেস কলোনি যুব কমিটির আয়োজনে একদিনের ফুটবল ফাইনালে মুনিয়াগছ বড় কোয়ার্টার এবং রমাবতী চা বাগানের ম্যাচে টাইব্রেকারে মুনিয়াগছ বড় কোয়ার্টার ২-০ গোলে বিজয়ী হয়। ফাইনাল ম্যাচে সেরা খেলোয়াড় লক্ষ্মীরাম টুডু। সেরা গোলকিপার জয় রাহা।

## সোনা জিতলেন মহসিন

নিজস্ব প্রতিবেদন

**রায়গঞ্জ:** গত ২৪ সেপ্টেম্বর বুধবার রাঁচিতে পূর্ব জোন জুনিয়ার অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় ছেলেদের অনূর্ধ্ব-২০ বিভাগে ৮০০ মিটার দৌড়ে সোনা জিতেছেন মহম্মদ মহসিন আওয়াল। মহসিনের এই সাফল্যে উচ্ছ্বসিত উত্তর দিনাজপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব সুদীপ বিশ্বাস ও সংশ্লিষ্ট ক্রীড়ামহল।

## তাইকোন্ডোতে সেরা বিশ্বজিৎ

নিজস্ব প্রতিবেদন

**কোচবিহার:** সম্প্রতি হায়দ্রাবাদে আয়োজিত এশিয়ান ওপেন তাইকোন্ডোতে সোনা জিতেছেন কোচবিহারের বিশ্বজিৎ সরকার। ৪০ উর্ধ্ব বিভাগে খেলে এই জয় ছিনিয়ে এনেছেন তিনি। তাঁর এই সাফল্যে খুশি সংশ্লিষ্ট ক্রীড়ামহল।

## জয় শ্রমিক একাদশের

নিজস্ব প্রতিবেদন

**মেখলিগঞ্জ:** মেখলিগঞ্জের ভোটবাড়ির হেলাপাকরি মোড় ব্যবসায়ী সমিতির চার দলীয় ফুটবলে আয়োজক দলের বিরুদ্ধে খেলায় জিতেছে শ্রমিক একাদশ। ফাইনালে তারা টাইব্রেকার রাউন্ডে ৩-২ গোলে আয়োজক দলকে হারায়। ফাইনালে ম্যাচ সেরার খেতাব জিতে নেন ব্যবসায়ী সমিতির মন্টু সেন। প্রথম ম্যাচে শিক্ষক একাদশকে হারায় শ্রমিক একাদশ। দ্বিতীয় ম্যাচে গাড়ি চালক একাদশের বিরুদ্ধে খেলে, ফাইনালে ওঠে ব্যবসায়ী সমিতি।

# সঠিকভাবে দিন শুরু করুন: ক্যালিফোর্নিয়া বাদামের সাথে ওয়ার্ল্ড হার্ট ডে উদযাপন করুন

এই বছর ওয়ার্ল্ড হার্ট ডের থিম হলো "কটাও ছন্দ হারাবেন না" — একটি শক্তিশালী স্মরণ করিয়ে দেয় যে, অসংখ্য জীবন অতি শীঘ্রই কার্ডিওভাসকুলার ডিজিজ (CVD) দ্বারা হারিয়ে যাচ্ছে, যা পরিবারকে একসঙ্গে থাকার মূল্যবান সময় থেকে বঞ্চিত করছে। ভারতের জন্য এই সতর্কতা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, যেখানে CVD-এর বোঝা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ল্যানসেট -এর এক গবেষণার মতে, "ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে কার্ডিওভাসকুলার ডিজিজ এবং তাদের ঝুঁকির কারণের পরিবর্তনশীল ধারা" অনুসারে, ভারতের মানুষদের CVD হয় গ্লোবাল তুলনায় প্রায় দশ বছর আগে। ওয়ার্ল্ড হার্ট ফেডারেশন আরও জানিয়েছে যে, মহিলারা প্রায়শই প্রথম হৃদযন্ত্রের আঘাত বেশি ভোগেন এবং পুরুষদের চেয়ে তাদের মৃত্যুহারও বেশি, আর তরুণদের মধ্যে হৃদরোগের আকস্মিক বৃদ্ধি লক্ষ করা যাচ্ছে। একটি সহজ কিন্তু কার্যকর প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হলো হৃদয়-সুস্থ অভ্যাস গ্রহণ করা — যেমন দৈনিক খাদ্যে ক্যালিফোর্নিয়া বাদাম যোগ করা।

২০০-এরও বেশি প্রকাশিত গবেষণায় দেখা গেছে যে ক্যালিফোর্নিয়া বাদাম অসংখ্য স্বাস্থ্য উপকারিতা প্রদান করে। এগুলোতে রয়েছে ১৫টি অপরিহার্য পুষ্টি উপাদান, যার মধ্যে হৃদয়-সুস্থ মোনোআনস্যাচুরেটেড ফ্যাট, ভিটামিন ই, ম্যাগনেশিয়াম, পটাসিয়াম এবং ডায়েটারি ফাইবার অন্তর্ভুক্ত। বাদাম নিয়মিত খাওয়ার ফলে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে মোট কোলেস্টেরল এবং এলডিএল (খারাপ) কোলেস্টেরলের মাত্রা কমে যায়, এবং হৃদরোগের সঙ্গে যুক্ত প্রদাহের চিহ্নও হ্রাস পায়।

শীলা কৃষ্ণস্বামী, পুষ্টি ও ওয়েলনেস পরামর্শদাতা, বলেছেন: "ভারতে হৃদরোগ বাড়ার কারণে, শুধু কোলেস্টেরল কমানো ছাড়াও হৃদয়ের স্বাস্থ্যের পক্ষে সহায়ক খাদ্যগুলিতে মনোযোগ দেওয়া অত্যন্ত জরুরি। বাদাম হলো একটি পুষ্টিকর শক্তিকেন্দ্র, যা স্বাস্থ্যকর চর্বি, ফাইবার, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও খনিজ দ্বারা পরিপূর্ণ, যা প্রদাহ কমাতে এবং সামগ্রিক কার্ডিওভাসকুলার কার্যকারিতা উন্নত করতে সাহায্য করে। প্রতিদিন সকালে ক্যালিফোর্নিয়া বাদাম খাওয়া কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করতে পারে এবং হৃদয়কে সুস্থ রাখতে, পাশাপাশি দীর্ঘস্থায়ী শক্তি প্রদান ও সামগ্রিক ওয়েলনেস সমর্থন করে।"

বাদামের পুষ্টি প্রোফাইল ICMR এর নির্দেশিকা অনুযায়ী এবং FSSAI এর ইমিউনিটি ক্লেইম স্ট্যান্ডার্ড পূরণ করে, যা আজকের অতিরিক্ত ব্যস্ত পেশাজীবীদের জন্য এটিকে একটি চমৎকার পছন্দ করে তোলে। দৌড়ঝাঁপ, নিষ্ক্রিয় জীবনযাপন এবং দীর্ঘমেয়াদী চাপের মতো অভ্যাস বেড়ে যাওয়ায়, প্রধান কার্ডিওলজিস্টরা হৃদরোগের মূল ঝুঁকি কারণগুলি চিহ্নিত করছেন। দৈনন্দিন খাদ্যের অংশ হিসেবে বাদাম যোগ করা ভালো হৃদয় স্বাস্থ্যের জন্য একটি সহজ এবং কার্যকর পদক্ষেপ।

এর সাথে, দিল্লির ম্যাক্স হেলথকেয়ারের ডায়েটেটিক্সের আঞ্চলিক প্রধান রিতিকা সমদ্দার বলেছেন,

"ব্যস্ত রুটিন এবং জীবনযাত্রার কারণে বাড়তে থাকা ঝুঁকি মোকাবেলায় ছোট কিন্তু অর্থবহ খাদ্য পরিবর্তনগুলি অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। বাদাম, যা মোনোআনস্যাচুরেটেড ফ্যাট, ভিটামিন ই এবং ম্যাগনেশিয়ামে সমৃদ্ধ, সর্বশেষ ভারতীয় খাদ্য নির্দেশিকা অনুযায়ী স্বাস্থ্যকর রক্তচাপ ও কোলেস্টেরল রক্ষণাবেক্ষণে প্রয়োজনীয় সমস্ত পুষ্টি সরবরাহ করে। এই ওয়ার্ল্ড হার্ট ডেতে, দৈনন্দিন খাদ্যে বাদাম অন্তর্ভুক্ত করা একটি সমন্বিত খাদ্য এবং শক্তিশালী হৃদয়ের দিকে একটি বুদ্ধিমান পদক্ষেপ।"

স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের পাশাপাশি, সেলিব্রিটিরাও স্বাস্থ্যকর খাবার পছন্দ করার জন্য উৎসাহিত করছেন। অভিনেত্রী সোহা আলি খান বলেন: "আমি ক্যালিফোর্নিয়ার বাদাম দিয়ে আমার সকাল শুরু করি কারণ এগুলো আমাকে পেট ভরে রাখে, আমার শক্তি বাড়ায় এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে, আমার হৃদপিণ্ডের স্বাস্থ্যকে সমর্থন করে। এই বাদামগুলিতে প্রচুর পরিমাণে পুষ্টি থাকে যা খারাপ কোলেস্টেরল এবং প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে, যা একটি সুস্থ হৃদপিণ্ডের জন্য অপরিহার্য। আমার দৈনন্দিন রুটিনে এগুলি অন্তর্ভুক্ত করা, সচেতন খাবার এবং নিয়মিত ব্যায়ামের সাথে, আমাকে সারা দিন ভারসাম্যপূর্ণ এবং শক্তিশালী থাকতে সাহায্য করে।"

সকালের রুটিনে ক্যালিফোর্নিয়া বাদাম অন্তর্ভুক্ত করা হৃদরোগের স্বাস্থ্য বজায় রাখার এবং কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণের একটি সহজ এবং কার্যকর উপায়। পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ এবং বহুমুখী, এটি ২০২৫ সালের বিশ্ব হার্ট দিবসে দিনটি ভালোভাবে শুরু করার একটি সহজ উপায় প্রদান করে।

## কোলন ক্যান্সার থেকে বেঁচে থাকার সম্ভাবনা বাড়ায় ব্যায়াম: গবেষণায় নতুন চমক

একটি নতুন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, কোলন ক্যান্সারের চিকিৎসার পর নিয়মিত ব্যায়াম রোগীদের দীর্ঘমেয়াদী বেঁচে থাকার সম্ভাবনা বাড়াতে পারে।

কুইন্স ইউনিভার্সিটি বেলফাস্টের গবেষক অধ্যাপক ভিকি কোয়েল বলেন, "চিকিৎসা কেবল ওষুধ বা কেমোথেরাপি নয় — ব্যায়ামের মতো জীবনযাপন পরিবর্তনও বড় ভূমিকা রাখতে পারে।"

গবেষণায় ৩ বছরব্যাপী একটি ব্যায়াম কর্মসূচি চালানো হয় কেমোথেরাপির পরে। এতে অংশগ্রহণকারীরা সপ্তাহে তিন থেকে চারদিন দ্রুত হাঁটার মতো অনুশীলন করতেন, যা ৪৫-৬০ মিনিট স্থায়ী হত। প্রথম ছয় মাস সাপ্তাহিক কোচিং দেওয়া হয়, এরপর তা মাসিক হয়।

এই ট্রায়ালে অংশ নেয় ৮৮৯ জন ক্যান্সার রোগী। তাদের দুই দলে ভাগ করা হয় — একদল সক্রিয় ব্যায়াম করতেন, আরেকদল শুধু স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক লিফলেট পেতেন।

**গবেষণার ফলাফল:** ৫ বছর পর দেখা যায় : ব্যায়াম করা গ্রুপের ৮০% মানুষ ক্যান্সারমুক্ত ছিলেন এবং অন্য গ্রুপে এ হার ছিল ৭৪%, যা ক্যান্সার ফিরে আসার ঝুঁকি ২৮% হ্রাস করেছে।

**৮ বছর পর:** ব্যায়াম গ্রুপে মৃত্যুহার ছিল ১০%, তুলনায় অন্য গ্রুপে এটি ছিল ১৭%। অর্থাৎ মৃত্যুর ঝুঁকি ৩৭% কম।

কেন এই উপকারিতা?

বিজ্ঞানীদের ধারণা, ব্যায়াম শরীরের হরমোনের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে, প্রদাহ কমায়, ইমিউন সিস্টেম আরও কার্যকরভাবে ক্যান্সার কোষ চিহ্নিত ও প্রতিরোধ করতে পারে।

**বিশেষজ্ঞদের মতামত:** ডাঃ জো হেনসন (লিসেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়) বলেন, "ব্যায়াম কেবল বেঁচে থাকার হার বাড়ায় না, এটি ক্লান্তি কমায়, মেজাজ উন্নত করে ও শক্তি বাড়ায়। এটি একাধিক জৈবিক প্রক্রিয়ায় ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।"

ক্যান্সার রিসার্চ ইউকে-এর ক্যারোলিন গেরাঘ্টি-র কথায়, "এই গবেষণা কোলন ক্যান্সার চিকিৎসায় বড় পরিবর্তন আনতে পারে, তবে এর বাস্তবায়নের জন্য পর্যাপ্ত তহবিল ও প্রশিক্ষিত কর্মী দরকার।" তিনি আরও বলেন, "প্রতিটি রোগীর অভিজ্ঞতা আলাদা। চিকিৎসার পর ব্যায়াম শুরু করা অনেকের জন্য কঠিন হতে পারে। তাই সবার আগে নিজের ডাক্তারের সঙ্গে আলোচনা করা জরুরি।"

ব্যায়াম শুধু সুস্থ জীবনযাপনের জন্য নয়, এটি ক্যান্সার প্রতিরোধ এবং পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রেও এক অত্যন্ত কার্যকর হাতিয়ার হতে পারে।

কোচবিহারের ভেনাস স্কয়ার ক্লাবের পুজো
থিম: তিরুপতি বালাজি মন্দির
ছবি: দেবাশীষ চক্রবর্তী

কোচবিহার বাণীতীর্থ ক্লাব
ছবি: স্বর্ণায়ু হোড়

রকি ক্লাবের প্রতিমা
থিম: সবুজের সন্ধানে
ছবি: দেবাশীষ চক্রবর্তী

কোচবিহার শান্তিকুটির ক্লাবের প্রতিমা
ছবি: দেবাশীষ চক্রবর্তী

দিনহাটা গোসানি রোড আদর্শ ক্লাব পুজা কমিটি
থিম: বৃন্দাবনের প্রেম মন্দির
ছবি: শুভজিৎ চক্রবর্তী

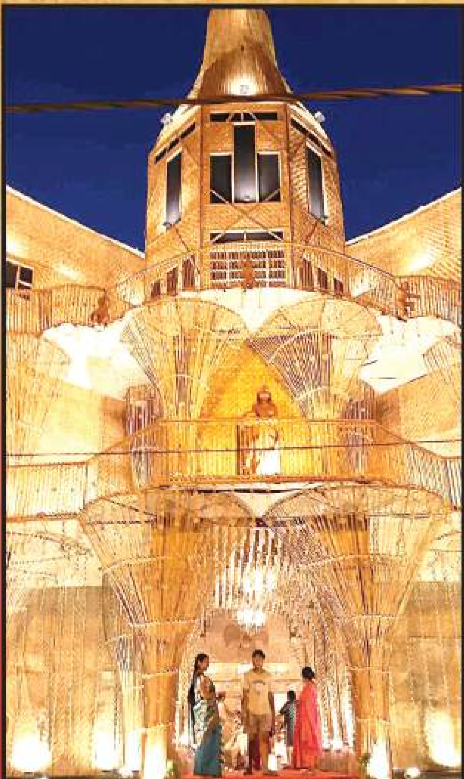

উত্তরণ সংঘ
ছবি: স্বর্ণায়ু হোড়

গুজরাটের স্বামীনারায়ণ মন্দিরের আদলে তৈরি মন্ডপ

আলিপুরদুয়ারের নিউ টাউন দুর্গা বাড়ির প্রতিমা
ছবি: স্বর্ণায়ু হোড়

আলিপুরদুয়ার যুব সংঘের প্রতিমা
ছবি: স্বর্ণায়ু হোড়

পশুপতিনাথ মন্দিরের আদলে তৈরি
কোচবিহার কলাবাগান স্পোর্টিং ক্লাব ও ব্যায়ামাগারের প্রতিমা
থিম: এক টুকরো কাঠমাণ্ডু
ছবি: দুর্গা চ্যাটার্জী

কোচবিহার শান্তিকুটির ক্লাবের প্রতিমা
ছবি: দেবাশীষ চক্রবর্তী

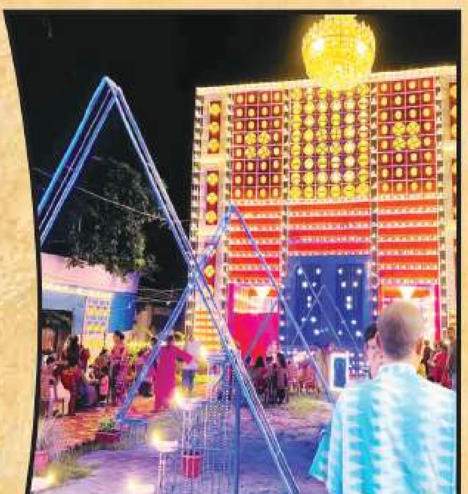

কোচবিহারের ভারত ক্লাব
ও ব্যায়ামাগারে দর্শনার্থীদের সমাগম।
ছবি: স্বর্ণায়ু হোড়

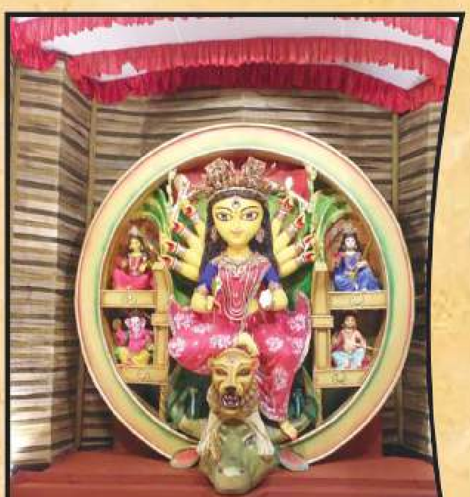

গোসানি রোড কিশোর সংঘ পূজা কমিটির প্রতিমা
থিম: ইচ্ছে ডানা
ছবি: শুভজিৎ চক্রবর্তী

# পুজো পরিক্রমা



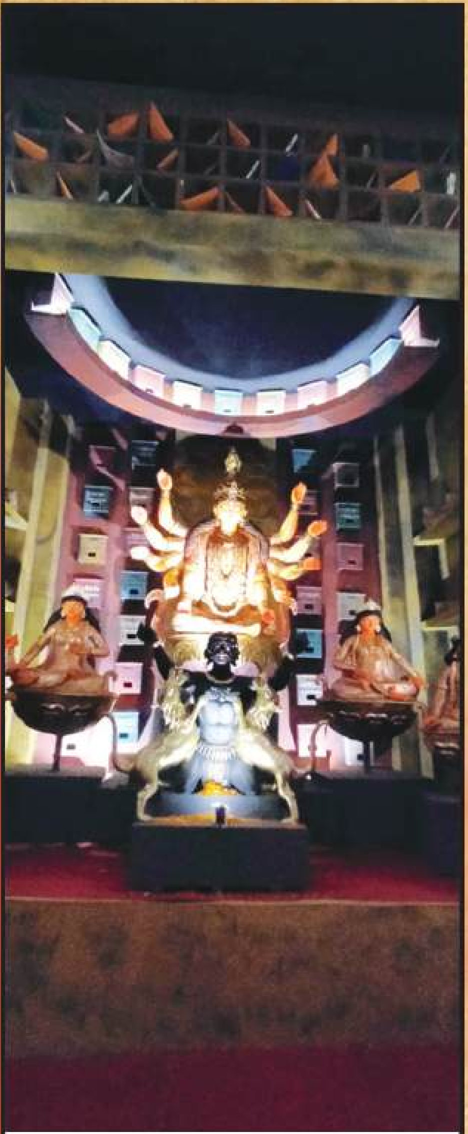

শিলিগুড়ির আশ্রম পাড়ার
জুয়েল অ্যাথলেটিক ক্লাবের প্রতিমা
ছবি: পার্থ প্রতিম দাস

দিনহাটা গোপাল নগর সার্বজনীন দুর্গা পুজা কমিটির প্রতিমা
থিম: বাঁশ বন যখন শিল্প ভাবনায়, ছবি: শুভজিৎ চক্রবর্তী

দিনহাটার শহীদ কর্নারের প্রতিমা
ছবি: স্বর্ণায়ু হোড়

শিলিগুড়ির জনশ্রী ক্লাবের প্রতিমা
ছবি: পার্থ প্রতিম দাস

শিলিগুড়ির রবীন্দ্র সংঘ ক্লাবের প্রতিমা
ছবি: পার্থ প্রতিম দাস

শিলিগুড়ির হায়দারপাড়া স্পোর্টিং ক্লাবের প্রতিমা
ছবি: পার্থ প্রতিম দাস

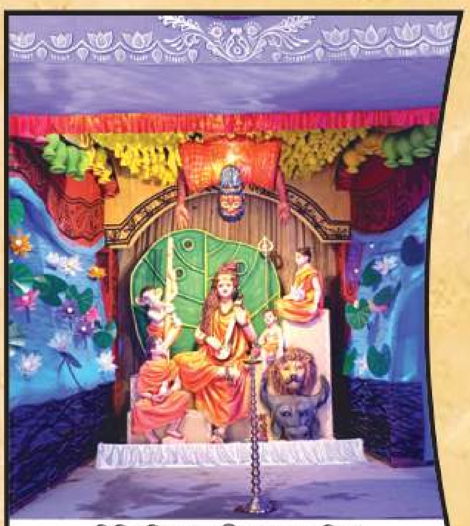

শিলিগুড়ির সঙ্ঘশ্রী ক্লাবের প্রতিমা
ছবি: পার্থ প্রতিম দাস

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কর্তৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত।
● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96